পঞ্চামৃত

পরমহংস পরিব্রাজক

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি

মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীসেবানন্দ স্বামী

কাশী যোগাশ্রম।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা

ম্যানেজার—কাশী যোগাশ্রম

বেনারস সিটি।

 [মূল্য ।/ পাঁচ আনা।

কলিকাতা

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

১৩২০

তৃতীয় সংস্করণের

প্রকাশকের নিবেদন।

স্বর্গীয় অমৃত দেবভোগ্য। শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর পঞ্চামৃত দেবপ্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ সাধুহৃদয় জনগণের উপভোগ্য। যেমন অমৃত-পানে দেবগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়াছে, সেইরূপ পঞ্চামৃত সেবনে পঞ্চোপাসক মহাত্মগণের সমস্ত বিরোধ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরিব্রাজক মহোদয়ের এই পুস্তকে উপাসনা সম্বন্ধীয় সমস্ত গভীর তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। ইহা একবার পাঠ করিলে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের ভাবদ্বিরোধ মিটিয়া যাইবে, শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইবে। ইহাতে বলিদান, রাসলীলা ও পঞ্চমকারের শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বসংস্করণের পঞ্চামৃত, অনেকদিন নিঃশেষ হইয়া গেলেও কয়েকটী বিশেষ কারণে ইহার পুনর্মুদ্রণে বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহা হউক, ভগবৎ-প্রসাদে এক্ষণে সে অন্তরায় দূরীভূত হওয়াতে পঞ্চামৃত-প্রাপ্তীচ্ছু মহাশয়-গণের সাগ্রহ অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম। এই সংস্করণে পুস্তকের শেষভাগে সর্ব্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একবাক্যে স্বীকৃত, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-পরিশূন্য পরিব্রাজকের পাঁচটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর পঞ্চাবয়বসম্পন্ন পঞ্চামৃতের সকল অংশেই, পঞ্চের সামঞ্জস্য। ইহার মূল্যও তৎসূচক পাঁচ আনা। এই সংস্করণ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত কলেবর হইলেও পঞ্চামৃতের মূল্য পূর্ব্ববৎ পাঁচ আনাই রহিল।

এই সংস্করণে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় অতীব যত্নের সহিত আমূল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম।

পঞ্চামৃতের স্বত্বাধিকার যোগাশ্রমে প্রতিষ্ঠিতা মা "যোগেশ্বরীর" নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইহার উপস্বত্ব মায়ের ভোগ সেবায় ব্যবহৃত হইবে। মা! সাধক সম্প্রদায়ের ভাবদ্বিরোধ মিটাইয়া দিয়া তাঁহাদের প্রাণে শান্তিবিধান কর, ইহাই তোমার অভয় চরণে একমাত্র প্রার্থনা।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মমধুয়	মধুময়	১০	৫
বিষ্ণুপাসক	বিষ্ণূপাসক	১৬	৮
তিনি।	তিনি	১৬	১৯
তন্দ্রা	তন্দ্রা	২৩	২
প্রকাশমান্	প্রকাশমান	২৬	২১
শৈব ও শক্তি	শৈব ও শাক্ত	৩২	১৩
ভ্রুভঙ্গি	ভ্রূভঙ্গী	৩২	২১
সাধানুকূল	সাধনানুকূল	৪৪	১৩
সেহাক্ষয়ং	সোহক্ষয়ং	৫৬	১২

—o—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

(১)

পঞ্চ

সংখ্যা সার।

পঞ্চ কষায়—জম্বু, শাল্মলি, বাট্যাল, বকুল ও বদর।

পঞ্চ কর্ম্ম—(চিকিৎসা শাস্ত্রে) বমন, রেচন, নস্য, নিরূহ ও অনুবাসন।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ।

পঞ্চ কোল—(৫ বল্কল মিশ্রিত পাচন) পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, ও শুঁঠ।

পঞ্চ কোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।

পঞ্চ গব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসা, জিহ্বা, নেত্র, ত্বক্ ও শ্রোত্র।

পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত—বিশ্ব, বারি, বহ্নি, বায়ু, ও ব্যোম।

পঞ্চতন্মাত্র—(তামসাহংকারোৎপন্ন পঞ্চ-মহাভূতের উপাদান কারণ) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ।

পঞ্চতপাঃ—চারি পার্শ্বে চারিটি অগ্নিস্তূপ ও ঊর্দ্ধে সূর্য্য, এই পঞ্চতাপ মধ্যে বসিয়া তপস্যাকারী।

পঞ্চনখী—শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম্ম।

পঞ্চনদ—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা।

পঞ্চপল্লব—আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ ও যজ্ঞডুমুর। (তন্ত্রানুসারে) পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল।

পঞ্চপাত্র—(শ্রাদ্ধে) দেবপক্ষদ্বয় ও পিতৃপক্ষত্রয়।

পঞ্চপাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

পঞ্চপিত্ত—বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান।

পঞ্চবর্গ—কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ।

পঞ্চবটী—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী।

পঞ্চবর্ণ—শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ।

পঞ্চবক্ত্র—শিবের পাঁচটি মুখ। দেহের স্বভাবজ একটি ও অপর চারিটিঃ—যথা-সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর ও ঈশান।

পঞ্চবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

পঞ্চবাণ—(কামের) অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।

পঞ্চবায়ু—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন), পিতৃযজ্ঞ (পিতৃতর্পণ) দেবযজ্ঞ (হোম) ভূতযজ্ঞ (বলি বৈশ্যদেব কর্ম্ম) ও নৃযজ্ঞ (অতিথি সেবা)।

পঞ্চ মূত্র—গো, ছাগ, মেষ, মহিষ ও গৰ্দ্দভের মূত্র।

পঞ্চ রত্ন—হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ ও বিদ্রুম।

পঞ্চ লবণ—কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট ও সৌবর্চ্চল।

পঞ্চ লক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।

পঞ্চ লৌহ—সুবর্ণ, রজত, তাম্র, বঙ্গ ও নাগ।

পঞ্চ শস্য—ধান্য, মুদ্গ, মাষ, যব ও তিল।

পঞ্চ সুগন্ধি—কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ, অগুরু ও জাতিফল।

পঞ্চ সূনা—গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচটি বধস্থান; যথা,—উনন, শিল-লোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকীর গড় ও কলসীর তলা।

পঞ্চস্মরণীয়া নারী—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী।

পঞ্চাগ্নি—দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি, সত্যাগ্নি ও আবসথ্যাগ্নি।

পঞ্চাঙ্গ—(রাজ্যরক্ষার পঞ্চাঙ্গ);—সহায়, সাধনোপায়, দেশকাল-বিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার ও সিদ্ধি। (বৃক্ষের পঞ্চাঙ্গ);—মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল। (জ্যোতিষের পঞ্চাঙ্গ);—বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ। (পুরশ্চরণের পঞ্চাঙ্গ);—জপ, হোম, তর্পণ, স্নান ও বিপ্রভোজন। (সাধনের পঞ্চাঙ্গ);—আসন, পূজা, ধ্যান, স্তুতি ও নমস্কার।

পঞ্চাঙ্গুলি—বৃদ্ধা, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।

পঞ্চানন্দ—ভোগানন্দ, ভজনানন্দ, যোগানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ।

পঞ্চামরা—দূর্ব্বা, বিজয়া, বিল্বপত্র, চামরালতা ও কাল তুলসী।

পঞ্চামৃত—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি।

পঞ্চাম্ল—কোল, দাড়িম্ব, বৃক্ষাম্ল, অম্লবেতস ও মাতুলঙ্গ।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

——০——

পঞ্চ

উপাসক সম্প্রদায়।

আত্মা যে পর্য্যন্ত স্বস্বরূপাবস্থা লাভ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত চুম্বকশৈলাভিমুখে লৌহের গমনোদ্যমের ন্যায় পরমাত্মাকে উপাসনা করিতে জীবের স্বতঃএব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহাদের প্রবৃত্তি কেবল মাত্র রুচির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা গম্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের প্রবৃত্তি বৈধ অনুষ্ঠানের দ্বারা সংগঠিত ও সুপরিচালিত হয়, তাঁহারাই নির্ব্বিঘ্নে পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারেন। বিশেষ বিশেষ বিধি দ্বারা সগুণব্রহ্মে মনের যে বৃত্তিপ্রবাহ হয়, তাহাকেই উপাসনা কহে ; ("সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপারাণি উপাসনানি") । ত্রিগুণময়ী মায়ায় অভিভূত জীব কখন নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বেদমূলক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্র মানবের প্রকৃতি ভেদে উপাসনা ভেদ করিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র, বিশেষ বিচারপূর্ব্বক ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতিভেদে এক এক রস ও এক এক বর্ণ প্রিয়। কেহ লবণ, কেহ মিষ্ট, কেহ বা তিক্ত রস প্রিয় ; কেহঁ রক্ত, কেহ পীত, কেহঁ বা হরিত বর্ণ প্রিয়। মানবের জন্মকালে তাহার উপর যে গ্রহের আধিপত্য থাকে, সেই গ্রহের প্রভাবানুসারে ভিন্ন

ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রস ও বর্ণে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। চন্দ্রের অংশ যাহার শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে, লবণ রস ও শুক্ল বর্ণ তাহার স্বাভাবিক প্রিয় হয়। আবার রব্যাদি সপ্ত গ্রহ মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীজাতীয় ও কতকগুলি পুংজাতীয়। পুংজাতীয় গ্রহের ভাগ যাহার শরীরে অধিক, সে ব্যক্তি পুরুষ দেবতা ভাল বাসে। এইরূপ জন্ম নক্ষত্র গ্রহাদি বিচারপূর্ব্বক সুদক্ষ সদ্গুরু শিষ্যের প্রকৃতির অনুরূপ স্ত্রী বা পুরুষ দেবতা, কৃষ্ণ বা গৌরবর্ণের দেবতা নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। মনঃপ্রকৃতিতে জন্ম-সূত্র নিহিত প্রীতি শক্তির সহিত নির্ব্বাচিত ইষ্ট দেবতার জাতি-গত বা ভাবগত সম্মিলন হইলেই সাধক ইষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নিজে ইচ্ছা করিয়া—পচ্ছন্দ করিয়া ইষ্টদেবতা নিরূপণ করিতে নাই। ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ গুরু তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অজ্ঞাত—তোমার অন্তঃকরণের অভ্যন্তর গর্ভে নিহিত শক্তি-সামর্থ্য ও অধিকার বিদিত হইয়া তোমার মঙ্গলার্থে তোমাকে যে উপাসনা পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইতে কহেন, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া দেখ; দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয় বজ্রলেপ-ময় পাষাণতুল্য হইলেও তাহা ভেদ করিয়া বিশাল জ্ঞানোর্ম্মি-মালা ও রসোচ্ছ্বাস সহিত ভক্তির প্রস্রবণ ফুটিয়া বাহির হইবে, এবং পরমানন্দের প্রবাহ বহিতে থাকিবে।

মানবের শরীর পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে গঠিত ও পঞ্চ তন্মাত্রের সাহায্যেই পঞ্চইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়াছে। বৈদান্তিক মতে পঞ্চ-কোষ অতিক্রম করিতে না পারিলে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না।

তান্ত্রিকমতে পঞ্চতত্ত্বের সেবা ব্যতীত এবং পঞ্চতন্মাত্রে পঞ্চভূতের লয় ব্যতীত কেহ পরমানন্দ ধামের অধিকারী হইতে পারে না। গুণময়ী প্রকৃতি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া প্রপঞ্চ জগতের বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন। আবার পরমাত্মা এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই পঞ্চরূপ ধারণপূর্ব্বক পঞ্চ কোষাবৃত আত্মাকে পঞ্চভূতময় দেহ-কারাগার হইতে পঞ্চতন্মাত্র রূপ শৃঙ্খল মোচন করিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করিয়া যে অধিকারী পুরুষ পঞ্চোপচারময়ী পূজায় পরিতৃপ্ত এই পঞ্চ রূপাত্মক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা না করে, তাহার কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষের বেদমূলক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী মহাত্মগণ সাধারণতঃ গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কেবল অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠাতা ও বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণ এবং উচ্চাধিকারী প্রেমোন্মত্ত সিদ্ধগণ এতাবৎ সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহারা পঞ্চ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত না হইলেও এতাবতের দ্বেষ্টা বা বিরোধী নহেন। সমাধিশীল যোগিগণ, প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ, সর্ব্বত্র সমদর্শী জ্ঞানিগণ পঞ্চ মূর্ত্তিকে একই পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া জানেন, এই জন্য তাঁহারা কোন মূর্ত্তিতে দ্বেষ বা কোন মূর্ত্তিবিশেষে প্রেম না করিয়া তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর উপদেশানুসারে কেবল মাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই বিহার করিয়া থাকেন। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে সকল যন্ত্রই গায়কের সুর ও তালের দিকে দৃষ্টি

রাখিয়া বাজাইতে হয়, কিন্তু বাঁধা তানপুরার সুর কোন তাল মানের অধীন না থাকিয়া সকল তাল, রাগ, মানের সঙ্গেই তুল্য রূপে বাজিতে থাকে, অথচ কোন তালের বিরুদ্ধাচারণ করে না। (তানপুরা অর্থাৎ মস্তক = অলাবু, + মেরুদণ্ড = অলাবুলগ্ন দারু দণ্ড + ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও বজ্রাখ্যা নাড়ী = চারিটি তার) যাঁহারা দেহের এই যন্ত্রে নিজের প্রেমের সুরে নিজের কাজ বাজাইয়া যান, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র মন্ত্রের সহিত কেমন একত্র মিলিয়া যান। সেই শ্রেণীরই একজন সাধক বলিয়াছিলেন—

"সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে লীজিয়ে সব্‌কা নাম্‌।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তা রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম" ॥

সকল সম্প্রদায়ের তত্ত্ব-কথায় আনন্দ বোধ করিবে, সকল উপাসক সম্প্রদায়েরই সহিত সৎসঙ্গ করিবে; রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, বিষ্ণু আদি ভগবানের সকল নামই গ্রহণ করিবে এবং যে কোন সম্প্রদায় ভগবানের যে কোন রূপ, গুণ বা নাম লইয়া সম্বর্দ্ধনা করিবেন, তুমি তাহারই অনুমোদন করিবে; কেননা, সে যদি অজ্ঞানতা বশতঃ আনন্দরূপধারী ভগবান্‌কে একটি খণ্ডিত-রূপেই দেখিয়া থাকে, কিন্তু তুমি জানিও যে, উহা তোমারই আরাধ্য দেবতার রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। আবার এরূপও সাবধান থাকিবে যেন সকল সম্প্রদায়ের অনুমোদন করিতে গিয়া নিজ গুরুদত্ত সাধনের উচ্চাসন হইতে বিচলিত না হও।

ভাবিতে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, বলিতেও বড় সঙ্কোচ হয় যে,

সাধকেন্দ্রগণের সংখ্যা ভারতবর্ষে যত হ্রাস হইয়া যাইতেছে, ততই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও পরস্পর বিরোধ বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে। নিজ নিজ সম্প্রদায়োচিত উপাসনায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্ত্রকারগণ কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন, আজ কালের সম্প্রদায়িগণ তাহার বিরুদ্ধার্থ গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অপরাধগ্রস্ত হইতেছেন। যদি শাস্ত্রকার বৈষ্ণব গ্রন্থে কোথাও ভগবানের শিবরূপের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা শিবকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হয় নাই, কিন্তু বৈষ্ণবকে ভগবানের বিষ্ণুরূপের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ হইবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনি ভিন্ন জগতের সকলকেই উন্মত্ত বলিয়া মনে মনে হাস্য করে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধি বিদ্যার নানারূপ অনুশীলন সত্ত্বেও পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ী সেইরূপ নিজ সম্প্রদায়টি ভিন্ন আর সমস্ত সম্প্রদায়কেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মরূপ ভ্রান্তির সেবক বলিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধুতা, সুশীলতা, সৎসাহস, ভগবৎ-প্রেম, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশির প্রভূত প্রাদুর্ভাব থাকিলেও, শৈব—ব্যাঘ্রাসন বিভূতিভূষণ, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র মহাদেবের গুণানুকীর্ত্তন না শুনিলে, শাক্ত—করাল আস্য,বিকট-হাস্য, মুক্তকেশী, লোলরসনা দিগ্‌বসনা,চণ্ডমুণ্ড বিঘাতিনী দনুজ-মুণ্ডমালিনী মহাকালীর মাহাত্ম্য শুনিতে না পাইলে, বৈষ্ণব—

যমুনা তটে, বংশী বটে, ধীর সমীরণ কেশি-ঘাটে মদনমোহন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রাধাধর সুধাপান মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান না শুনিলে, সৌর মণ্ডলী—আদিত্যের সর্ব্বপাপঘ্নতার ব্যাখ্যান প্রাপ্ত না হইলে ও গাণপত্য—বিনায়কের গুণিবরাগ্রগণ্যতার মমধুর তান শুনিতে না পাইলে, তুমি যেমন কেন সাধক, সাধু ও জ্ঞানী হওনা, তাঁহার চক্ষে তুমি ভগবানের প্রকৃত সেবক বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না সন্দেহস্থল। ইহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক বাহ্য চিহ্নাদি লইয়া, পূজার উপচার ও অনুষ্ঠান লইয়া নানা বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ, সাধনা ও সিদ্ধি ইত্যাদির আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন। যদি কোন ব্যক্তি লোক-সমাজে ভদ্র, বিনম্র ও পবিত্র-চরিত্র বলিয়া পূজ্য থাকিয়াও সম্প্রদায় বিশেষের আশ্রয় লইতে চান, তবে যেমন তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ের ললাট-তিলকাদি রূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত বিশেষ বিশেষ অর্থ অনুসারে ভদ্র, বিনম্র ও পবিত্র-চরিত্র হইতে হইবে। বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি, বশিষ্ঠের ক্ষমা, কর্ণের দানশীলতা, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানযোগ আজ কালের অনেক সম্প্রদায়ের চক্ষেই হয়ত যথার্থ কোমলতা, ক্ষমা, দান-শীলতা ও জ্ঞাননিষ্ঠা বলিয়া প্রতীত হইবে না। এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের বিষম বিভ্রাটে উপাসকগণের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির সুশীতল বাতাস না বহিয়া দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষার প্রলয়াগ্নি

প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদের সনাতন ধর্ম্ম সমাজকে ছারখার করিতেছে।

এই বিষম বিভ্রাটের হেতু কি? লোকে ইহার উত্তরে শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করিলেও আমরা বলিব, শিক্ষার দোষে—শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ না বুঝিতে পারিবার দোষে—প্রতিষ্ঠাভিমানী অসদ্‌গুরুগণের দোষে এই বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। উপাস্য মূর্ত্তি বিশেষে একনিষ্ঠ করিবার জন্য যে অন্যদেবতার লঘুভাব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সাধক! তুমি একনিষ্ঠতা শিক্ষা না করিয়া দেবদ্বেষ্টা হইলে কেন? যে ধর্ম্মে একটি ক্ষুদ্র জীবেরও প্রতি দ্বেষ, হিংসা বা ঈর্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম কি কখন কোন উপাস্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দিতে পারে? জীবের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি থাকিলে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সেই পাপ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ করিলে যে অতীব গুরুতর অপরাধ হইবে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবে কিরূপে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ বিশেষে প্রীতি করে এবং স্বরূপান্তরে বিদ্বেষ করে, তাহার ঈশ্বরপ্রীতি নির্দ্দোষ নহে। যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত থাকিলে সে দুগ্ধকে বিশুদ্ধ বলাযায় না এবং তাহা পান করিলে যেমন তোমার বিশেষ উপকার হইবে না, সেইরূপ ঈশ্বরের ভাব বিশেষে বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকায় তোমার ভগবৎপ্রীতি বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সাধক! তুমি শাক্ত হও, বৈষ্ণব হও, বা শৈব হও, তুমি নিজ ইষ্টদেবতাতে মুখ্যত্ব বুদ্ধি

রাখিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিতে ভুলিও না। কেননা সেগুলি তোমারই ইষ্টমূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র।

উপাসক সম্প্রদায় পাঁচটি থাকিলেও সৌর বা গাণপত্য বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেই সামান্যতঃ গণেশ ও সূর্য্যের উপাসনা করিয়াই থাকেন। এবং ইহাও বলিতে হইবে যে অনেক পবিত্র হৃদয় উপাসক আছেন, তাঁহারা প্রত্যহই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। সাধকের ইষ্টদেবতা "অঙ্গী" এবং অন্যান্য মূর্ত্তি সমূহ "অঙ্গ" রূপে পরিপূজিত হইয়া থাকেন। পঞ্চভূত যেমন পঞ্চীকৃত হইয়া বাহ্যজগৎকে বিকাশ করিয়াছে, সেইরূপ পঞ্চ উপাস্য দেবতার প্রত্যেক মূর্ত্তি পঞ্চাঙ্গীভূত হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় লইয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতে কোন বিশেষ বাগ্বিতণ্ডা দেখিতে পাই না। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই কিছু গণ্ডগোল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাবান্, বুদ্ধিমান্ ও ভক্তিমান্ উপাসকগণের মধ্যে কোন বিতণ্ডা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

যাঁহাদের হৃদয় ভগবান্‌কে ভাল না বাসিয়া বাহ্য ব্যবহারকে অধিক ভালবাসে, যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত উপাসনা অপেক্ষা উপাসনার বাহ্যাড়ম্বরকে অধিক প্রিয় বোধ করে, যাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্ম-"ভাব" অপেক্ষা ধর্ম্ম"মত" কে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যাঁহারা শাস্ত্রের গুহ্যার্থ প্রতিপাদ্য উপাস্য দেবতাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল শাস্ত্রের ভাষাগত অর্থবাদে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ও যাঁহারা

প্রকৃত পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের অভিমানকে অধিক গৌরব মনে করিয়া থাকেন, সেই অসার সর্ব্বস্ব উপাসকগণের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডার মহাকোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। উপাসক সম্প্রদায় সরল ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই নিজ নিজ দোষ সংস্কার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। আশা করি এই কথা গুলি তাঁহাদিকে বিশুদ্ধ বিচারের অনেক সাহায্য করিতে পারিবে।

উপাস্য দেবতা।

ব্রহ্মা রজোগুণী, বিষ্ণু সত্ত্বগুণী, এবং শিব তমোগুণী, শাস্ত্রের এই বাক্যের আভাস বুঝিতে না পারিয়া অনেকের মনে এই রূপ কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, ব্রহ্মা রজোগুণময়, বিষ্ণু সত্ত্বগুণময় এবং মহাদেব তমোগুণময়। এই কুসংস্কারটি শৈব বা শাক্তের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু নিরক্ষর অথবা সাক্ষর হইয়াও নিরক্ষরের ন্যায় বিচারশূন্য অনেক বৈষ্ণবকে বিপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। শৈব, শাক্ত ও প্রকৃত বৈষ্ণবগণ এই ত্রিমূর্ত্তিকে অনাদি পুরুষের বিকাশত্রয় জানিয়া সৃষ্টি, পালন ও সংহারের কারণত্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। একই ঈশ্বর রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুরূপে পালন এবং তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া রুদ্র-রূপে সংহার করিয়া থাকেন। একই পুরুষ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া একমাত্র অনাদ্যা মহাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই অনাদ্যা মূলশক্তি ব্যতীত

কোন ক্রিয়াই সম্পাদিত হইতে পারে না। এই মহামায়াই স্থূল জগতের কারণ স্বরূপ করিয়া নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতি হইতে এই ত্রিমূর্ত্তিকে প্রসব করিয়াছেন। আবার এই শক্তিই ব্রহ্মার কার্য্যার্থ ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর কার্য্যার্থ মহালক্ষ্মী ও শিবের কার্য্যার্থ রুদ্রাণী রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবত্রয় সকলেই ত্রিগুণময় ও ত্রিগুণের অধীশ্বর। ব্রহ্মা রজো-গুণের নিয়ন্তা, রজোগুণ তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া সৃষ্টি করিতেছে, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা, সত্ত্বগুণ তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া জগৎ রক্ষা করিতেছে ; এবং মহাদেব তমোগুণের নিয়ন্তা, তমোগুণ তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া সংসার সংহার করিতেছে। একজন সুবিজ্ঞ বৈষ্ণব না বলুন, কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ বৈষ্ণব বলিতে পারেন যে, যিনি সংহারকর্ত্তা, তাঁহাকে পূজা করিব কেন ? আমরা ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিব যে সংহার সম্বন্ধে যাহা তুমি বুঝিয়াছ, তাহা শাস্ত্রের গুহ্যার্থানুমোদিত নহে। সংহার শব্দটি সং পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন ; 'হৃ' ধাতুর অর্থ হরণ বা আহরণ। এই অবিদ্যার প্রবাহে যে সংসারী জীব ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে দূরাদ্দূরতর অপথে কুপথে ভাসিয়া যাইতেছে, জীবনিস্তারকর্ত্তা মহাদেব কৃপা করিয়া কৈবর্ত্তের বিস্তীর্ণজাল আহরণের ন্যায় সেই জীব সকলকে আহরণ করিয়া স্বসমীপে আনয়ন করেন। যিনি বিপথগামী অন্ধ পথিককে হাত ধরিয়া নিজ নিকেতনে আনিয়া দেন তিনি সংহার কর্ত্তা। অথবা তোমার কল্যাণের পরম বাধক অজ্ঞানান্ধকারকে —ব্রহ্ম হইতে তোমার ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত যে পৃথক্ অস্তিত্ব বা

সত্তা আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা হরণ করিয়া লয়েন, তিনিই সংহার কর্ত্তা। তাঁহার রুদ্র তেজে তোমার "তুমিত্ব" আমার "আমিত্ব" আদি অন্ধকার চির দিনের জন্য সংহৃত হইয়া যায়। তাঁহার তেজে, তাঁহার কৃপায় সাধকের জন্ম মরণ রূপ সংস্থিতি থাকিতে পারেনা, এই জন্য তিনি সংসারের সংহার কর্ত্তা। আর এক কথা—যদি তোমার মতে তিনি তমোগুণময়ই হয়েন ও রজঃসত্ত্বাদিগুণ তাঁহাতে না থাকে,তাহা হইলে তিনি দেবতা কেন, তিনি তোমার আমার ন্যায় নিকৃষ্ট জীবগণের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীব বলিতে হইবে। কেননা, তুমি, আমি তমোগুণী হইলেও আমরা ত্রিগুণান্বিত বলিয়া তোমার আমার কখন কখন কিছু কিছু সত্ত্বগুণেরও বিকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু মহাদেবের তমোগুণ ভিন্ন যদি সত্বগুণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি তোমার আমার অপেক্ষা কেন, একটা ক্ষুদ্র পশু অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ "মহাদেব তমোগুণী" একথা মনে করিলেও কি মহাপাপ হয় না? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবতাত্রয় গুণত্রয়ের নিয়ন্তা কিন্তু গুণত্রয় কর্ত্তৃক নিয়মিত নহেন। তুমি আমি সকলেই ত্রিগুণের সুতীক্ষ্ণ চক্রাঘাতে নিষ্পেষিত। ত্রিগুণকে অতিক্রম করিতে না পারিলে চরমে পরম পদ পাইবার কিছু মাত্র আশা নাই। তোমাকে ভূতে পাইলে যেমন তুমি ওঝার নিকট অথবা যে ব্যক্তি ভূতের উপরে আধিপত্য করিতে পারে, আরোগ্যের নিমিত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হও, সেইরূপ তুমি তমোগুণের বিষম ও কঠোর যাতনা ও উৎপীড়ন হইতে নিস্তার পাইবার জন্য

করুণাসিন্ধু ভূতভাবনের চরণে শরণ না লইলে চলিবে কেন? ভূত যেমন ওঝার আজ্ঞায় চলিয়া যায়, তমোগুণ সেই রূপ নিজ নিয়ন্তা মহাদেবের উপাসনাশীল সাধককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যিনি ভক্তি পূর্ব্বক শিবের উপাসনা করেন তাঁহাকে আর তমোগুণের নির্যাতন সহ্য করিতে হয় না। তমোগুণ বিনষ্ট হইয়া গেলেই দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানই মুক্তির এক মাত্র কারণ—জ্ঞানোদয় হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞানদাতা মহাদেবই মুক্তিদাতা। বিষ্ণু বিষ্ণুপাসকের মুক্তি বা পরম কল্যাণদাতা, তিনি সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা। যাঁহার তমোগুণ বা রজোগুণ আদৌ নাই, কেবল সত্ত্বগুণ মাত্র যাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তিনিই বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মুক্তি বা বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন।

দেবতার উপাসনা।

জীব সংজ্ঞা থাকিতে কেহই ত্রিগুণময় পাশ হইতে অব্যাহতি পায় না। সুতরাং কোন সত্ত্বগুণমুক্ত জীবের সংসারে অবস্থিতি করা অসম্ভব। এই জন্যই শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ॥"

যিনি রস রক্ত বায়ু উত্তাপ আদির নিয়ামক তিনি।(সূর্য্য)*

* সূর্য্যোপস্থান দ্বারা যে পীড়ার আরোগ্য হইয়া থাকে তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। আজ কাল রোগ নিবারণের জন্য যেমন এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, ইলেক্‌ট্রোপ্যাথী, সাইকোপ্যাথী আদি প্রচলিত আছে, সম্প্রতি আমেরিকায়

ভিন্ন আরোগ্য বিধান করিবেন কে? যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা মেঘ ও জল বর্ষণ হইলে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়; এই কৃষিজাত সামগ্রী হইতেই বসুন্ধরা ধন রত্নে পরিপূর্ণ হয়েন, অতএব ধনাভিলাষ করিলে যাগ যজ্ঞাদির অধিষ্ঠান ভূমি হুতভুক্ অগ্নির সেবা করিতে হয়। অভিমানের দাস জীবগণ তমোগুণে সদাই অভিভূত, তমোগুণ সম্পূর্ণ উপশমিত না হইলে জ্ঞানোদয় হইবে কেন? তাই জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই শিবের উপাসনা করিতে হইবে। আর যাঁহার তম ও রজোগুণ কাটিয়া গিয়াছে, সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুর সেবা করিলেই তাঁহার মুক্তি লাভ হইবে। উপাসকগণ মুখ্যতঃ যাঁহার কাছে যাহা অবিলম্বে প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই কথিত হইল; কিন্তু গৌণতঃ সকল দেবতাই সর্ব্ব ফল-দাতা। আর পরমার্থপ্রিয় উপাসকগণ প্রত্যেক উপাস্য ইষ্ট দেবতার নিকট সমস্ত বাঞ্ছিতার্থই লাভ করিয়া থাকেন। স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিবার জন্য আরোগ্য, সুখে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ধন, শোক মোহাদি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জ্ঞান ও জন্ম মরণাদি নিস্তারের জন্য মুক্তি মানবের অবশ্যাবশ্যক, এই জন্য জীবের কল্যাণার্থ মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ যে উপাসনায় যাহা লাভ হয়, তাহাই ব্যাখ্যাত হইল।

ক্রমোপ্যাথী নামে এক প্রকার চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ চিকিৎসায় সর্ব্ব প্রকার পীড়াই আরোগ্য হইতেছে। রোগ বিশেষে অনাবৃত সূর্য্যোত্তাপ কখনও বা শুভ্র কাঁচের কখনও বা নীল, পীতাদি বর্ণের কাঁচের ভিতর দিয়া সূর্য্যোত্তাপ বিশেষ বিশেষ পরিমাণে গ্রহণ করিলে পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

উপাসনার অধিকারী।

অভিমানের লেশ মাত্র থাকিতে তুমি আমি ক্ষুদ্র জীবসকল কিরূপে বলিব যে, আমাদিগের শিবপূজার প্রয়োজন নাই! কিরূপে বলিব আমরা সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণী ; আর সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ ও তমঃ নিকৃষ্ট, একথাই বা বলিতে সাহস কাহার ? হইতে পারে, তমোগুণ তোমার আমার হানিকারক, তাই বলিয়া উহা অশ্রেষ্ঠ বলিল কে ? অগ্নি তোমার গৃহ দাহ করিয়াছে, এই জন্য কি তুমি অগ্নিকে নিস্তেজ বা নিকৃষ্ট বলিতে সাহস কর ? সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণই নিজ নিজ অবস্থায় শ্রেষ্ঠ এবং তিন গুণের নিয়ন্তাই ফলদান কালে উপাসকের সম্মুখে সমতুল্য শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রার্থ বিচার করিলে ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব মাত্রেই যখন ত্রিগুণান্বিত এবং শিবপূজা ব্যতীত যখন মুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক তমোগুণ বিনষ্ট হইতেই পারে না, তখন সকলেই শিবপূজার অধিকারী এবং জীব মাত্রেই শিবপূজা করিতে বাধ্য। স্ত্রী শূদ্রাদি যেই কেন হউক না, শিব-পূজা করিতে কাহারও নিষেধ নাই। কিন্তু বিষ্ণুপূজা করিতে সকলের অধিকার কই ? সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ ব্যতীত বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করিবার অধিকার কাহারও নাই।

বিষ্ণুকে ভক্তি করিবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু বৈধ পূজা করিবার অধিকার নাই। বিষ্ণু দুরারাধ্য, শিব আশুতোষ। সত্ত্বগুণী হও, রজোগুণী হও, বা তমোগুণী হও, সকলেই শিবের বৈধপূজার অধিকারী ; কিন্তু সত্ত্বগুণ ব্যতীত বিষ্ণুপূজায় এ অধি-

কার নাই। তাই বলিতেছি, জীব! তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ না করিবে ততক্ষণ শিবপূজা পরিত্যাগ করিও না। মহাত্মা বৈষ্ণব! আপনি সর্ব্বদা হরিমন্ত্র জপ করিয়া হরির উপাসক হইয়া কেমন করিয়াইবা দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বতন্ত্র দেবতা জানিয়া উপেক্ষা করিবেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি রুদ্ররূপে বিশ্ব সংহার করেন এবং ভক্তগণকে যিনি নিত্য পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই "হরি" বলিয়া জানিবে। ইহা জানিয়াও যদি আপনি মহাদেবকে "গুরু ভাই" বলিয়া সম্বোধন করেন, তবে আপনার চরমে কোথায় গতি হইবে, তাহা ভগবান্ জানেন। শিবকে শ্মশানবাসী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, শ্মশানবাসী শিব অশুচি নহেন। সংসার ভস্মীভূত হইয়া গেলে, সমস্ত লীলা ফুরাইয়া গেলে যে নিত্যধাম বিদ্যমান থাকে তাহাই শিবের নিবাসস্থান। সমস্ত আশা-পাশ ও বাসনা-জাল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম ছারখার হইয়া গেলে, যাহা থাকে, সেই বিভূতিই শিবের ভূষণ। নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা স্থানই মহাদেবের লীলা-ভূমি। সংসারের বন্ধুগণ তোমাকে চিরবিদায় দিয়া শ্মশানে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু সেই মহাশ্মশানে যিনি তারক মন্ত্র দিয়া তোমাকে মুক্তিদান করেন, সেই শ্মশানবাসী পরমবন্ধু কি উপেক্ষার যোগ্য? হরি ও হর এ উভয়ে যাহাদের ভেদ বুদ্ধি, তাহাদিগের কল্যাণ লাভের আশা কোথায়?

শক্তিতত্ত্ব।

সুবিজ্ঞ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের দিকে না তাকাইয়া যখন আমরা স্থূলবুদ্ধি বৈষ্ণবদিগের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করি, তখন অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া যাই। তাহারা বলে, যে ভগবতী এক জন পরমা "বৈষ্ণবী"। বৈষ্ণবী শব্দের অর্থ তাহারা যেরূপ বুঝে, আমরা তো সেরূপ অর্থে ভগবতীকে "বৈষ্ণবী" বলিতে পারি না। তাহারা মহাদেবকে আপনাদিগের শ্রেণীর একজন "বৈষ্ণব" এবং ভগবতী আদ্যাশক্তিকে তাহাদিগের "বৈষ্ণবী" শ্রেণীর ন্যায় একজন "বৈষ্ণবী" মনে করিয়া থাকে। পুরাণে স্থানে স্থানে ভগবতীকে "বৈষ্ণবী" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ভগবতী বিষ্ণুর আরাধিকা স্ত্রী বিশেষ, এরূপ অর্থ গৃহীত হয় নাই। "ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ" এ মন্ত্রেও বিষ্ণুর উপাসিকা এ অর্থ গৃহীত হয় নাই। যে অনাদ্যা মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভগবান্ চক্রপাণি ত্রিভুবন রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারই নাম "বৈষ্ণবী" শক্তি। যে শক্তির অভাব হইলে বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব থাকে না, তিনিই "বৈষ্ণবী" শক্তি; আবার তিনিই শৈবীশক্তি ও তিনিই ব্রাহ্মী শক্তি। এই অনাদ্যা মহাশক্তি হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি; ইনিই মূলপ্রকৃতি। এই মহাশক্তিই দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও লজ্জারূপিণী। এই মহাশক্তিই লীলা-কালে লক্ষ্মী, দাক্ষায়ণী, রাধিকা, দুর্গা আদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন। ইনিই অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্যের প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রের শোভাশক্তি,

জলের শীতলতা-শক্তি, ভক্তের ভক্তি, মুক্ত পুরুষের মুক্তি ও ইনিই দুস্তারতারিণী যথা,—

"আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
করোমি চ যথা সৃষ্টিং যথা ব্রহ্মাদিদেবতাঃ॥
যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
যয়া বিনা জগন্নাস্তি ময়া দত্তা শিবায় সা॥
দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্তৃপ্তিস্তৃষা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী চ সা॥
সা দুর্গা মেনকাকন্যা দৈন্যদুর্গতিনাশিনী।
সা লক্ষ্মীশ্চ সা চ দুর্গা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীততা।
শস্যপ্রসূতি শক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্য-শক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা॥
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সংসারিকস্য সা।
মদ্‌ভক্তানাং ভক্তি-শক্তির্ম্ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধুনাং ত্রয়ী দুস্তরতারিণী॥

সৎসু সদ্বুদ্ধিরূপা চ মেধাশক্তি-স্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ।
এবংরূপা চ যা শক্তির্ম্ময়া দত্তা শিবায় সা॥

এই শক্তি না থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, জীব কাহারও কোন কর্ম্ম করিবার সাধ্য নাই। অবোধ জীব! যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, ও রুদ্র সংসার সংহারে সমর্থ হয়েন, যে রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসন (দশ মহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্ত্তি) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র মস্তকে করিয়া ধারণ করেন, তাঁহাকে তুমি কোন্ সাহসে একজন "বৈষ্ণবী" বলিয়া দুর্ব্বহ পাপের ভার আপনার মস্তকে স্থাপন করিলে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, (তিনি স্বয়ং চৈতন্য স্বরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন না)"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" আমি আমারই নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া সংসারে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই নারায়ণী শক্তিই ভগবতী, ইনিই পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিণী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, মুনিগণ ও মনুগণ তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্বস্বরূপা ও সনাতনী। তিনি সিদ্ধেশ্বরী ও সিদ্ধিদাতৃগণের পরমেশ্বরী। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা। যথা—

"নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
ব্রহ্মাদি দেবৈর্ম্মুনিভির্ম্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা॥
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সর্ব্বরূপা সনাতনী।
ধর্ম্ম সত্য পুণ্য কীর্ত্তি যশো মঙ্গলদায়িনী॥

সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী।
বুদ্ধিনিদ্রাক্ষুৎপিপাসা ছায়াতন্দ্রাদয়া স্মৃতিঃ॥"

শাস্ত্রসমূহ উচ্চৈঃস্বরে যাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া স্তব করিতেছে, তুমি জগতের একটি ক্ষুদ্র কীট হইয়া তাঁহারই মহা-মায়ায়—তাঁহারই অবিদ্যা-মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে "বৈষ্ণবী" বলিতেছ। ধন্য তোমার দুঃসাহস! আশ্চর্য্য তোমার ধৃষ্টতা!! তুমি মাকে দৈত্য দানব সংহার করিতে শুনিয়াও তৎ-সম্মুখে ছাগ, মেষ, মহিষ বলিদান দিতে দেখিয়া বলিয়া থাক, ভগবতী "বৈষ্ণবী", তিনি কি কখন মাংস ভোজন করেন? তিনি কি জীব হত্যা ভালবাসেন? আমি বলি মহাত্মা বৈষ্ণব! তুমিতো কালনিবারিণী মহাকালীর সম্মুখে—দনুজদলনাশিনী মুণ্ডমালিনীর সম্মুখে জীবহত্যা (?) দেখিয়া চমকিয়া উঠিলে, কিন্তু যখন লোকপাবন ভগবান্ বিষ্ণুকে হিরণ্যাক্ষকে হনন করিতে, হিরণ্য-কশিপুর বক্ষো বিদারণ করিতে, তাড়কা রাক্ষসীকে নিহত করিতে শুনিলে, তখন তুমি অবাক্ হইলে না কেন? যখন যজ্ঞেশ্বর হরিকে অশ্বমেধ, গোমেধ, রাজসূয়াদি মহাযজ্ঞে যজ্ঞীয় বলির পুরোভাগ লইতে শুনিলে, যখন ভক্ত-প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পূতনা, শকটাসুর, অঘাসুর, বকাসুর, কংস, কেশী, শিশুপাল আদিকে নিহত করিতে শুনিলে তখন তুমি চমকিয়া উঠিলে না কেন? রণরঙ্গিণী করালবদনার হস্তে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া যদি তুমি চমকিয়া উঠ, তবে বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবানের হস্তে সুদর্শন চক্র ও ভীষণ গদা দেখিয়া শিহরিয়া উঠ

না কেন? তাই বলি, সাধক! কালী ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি ছাড়িয়া দাও।

কালী ও কৃষ্ণ।

যখন চক্রপাণি ভগবান্ যোগেশ্বর কংসকারাগারে মাতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন, সেই সময়েই গোকুলে মাতা যশোদার গর্ভে যোগমায়াও আবির্ভূত হইলেন। ক্রোড়ে ভবসিন্ধুর উত্তাল-তরঙ্গরঙ্গ-ভঙ্গকারী গোলোকবিহারী ভগবান্ বিরাজিত, তথাচ বসুদেব সামান্য যমুনাতরঙ্গে ভীত হইয়াছেন দেখিয়া যোগমায়া শৃগালরূপ ধারণ করিলেন। এই তো যোগমায়া ও যোগেশ্বর একই লীলা ক্ষেত্রে উপস্থিত। তবে তুমি আমি কেন বৃথা তাঁহাদিগকে ভেদ বুদ্ধিতে দেখিয়া পাপভাগী হই? ব্রজগোপিকাদিগের ন্যায় তুমি আমি তো অধিক যশোদা-নন্দনকে ভালবাসি না; গোপিকাগণ যখন দেখিলেন ব্রজকিশোরকে কোন মতেই আয়ত্ত করিতে পারি না, তখন তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক মা কাত্যায়নীর পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনার পূজা অপেক্ষা মায়ের পূজার অধিক সম্বর্দ্ধনা করিয়া গোপিকাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। বৃষভানুনন্দিনী বিজন বনে একাকিনী মনের সাধে নবঘন শ্যামসুন্দরের যোগিজনদুর্লভ প্রেমরসে নিমগ্ন, এমন সময় অকস্মাৎ কালীভক্ত আয়ান আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র বনমালী রণকালী হইয়া দাঁড়াইলেন।

সাধক! রাধিকার কৃষ্ণ ও আয়ানের কালী কি এক নহেন? কৃষ্ণের বনমালা ও কালীর মুণ্ডমালা কি এক নহে? কৃষ্ণের

মোহন বাঁশী ও কালীর শাণিত অসি কি এক নহে? রাধিকা কি আবার আয়ানের সম্মুখে সেই শ্যামারূপধারী ঘনশ্যামেরই পূজা করিলেন না? তবে তুমি আমি ঘরের সমাচার না রাখিয়া, ভিতরের গুহ্য কথা না জানিয়া কেন বৃথা গণ্ডগোল করিয়া মরি?

তুমি হয় ত বলিবে, আমার কৃষ্ণই কালী হইয়াছিলেন, কালী তো কখনও কৃষ্ণ হইতে পারেন নাই। আমি বলি, সাধক! চৈতন্যরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাবতারে মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে লোক প্রবোধনার্থ ভগবদ্বিভূতি দেখাইতে হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যরূপিণী ভগবতী দৈত্যদানব ক্ষেত্রে দৈবলীলাই দেখাইয়াছিলেন সুতরাং বিভূতি দেখাইয়া তাঁহার ভাগবতী শক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় দিবার আর আবশ্যক হয় নাই।

হরিভক্তি-বিলাসের "না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ," এই আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক বৈষ্ণব শিবশক্তি আদির প্রসাদে অবহেলা করেন। এ কাজটিও ভাল বলিয়া বোধ হয় না। "দেব" বলিতে প্রধানতঃ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি উপলক্ষিত হইয়াছে। শিব, শক্ত্যাদি ত "দেব" মধ্যে পরিগণিত নহেন,—পঞ্চ উপাস্যমূর্ত্তি "ঈশ্বর" সংজ্ঞায় আখ্যাত। দেবতার প্রসাদ নাই খাও, ঈশ্বর প্রসাদ না খাইবে কেন? আর দেবপ্রসাদই বা না খাইবার হেতু কি? কেন না ভগবান্ গীতায় আপনাকে সর্ব্বদেব রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি

বল 'বিষ্ণুই' একমাত্র ঈশ্বর, অন্যান্য সকলে দেবতা—ঈশ্বর অপেক্ষা নীচ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, রাসপঞ্চাধ্যায়ে "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং" এবং "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ" আদি শ্লোকে ঈশ্বর পদটি বহু-বচনান্ত হইল কাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ? বস্তুতঃ ঈশ্বরের পঞ্চমূর্ত্তিই অভিন্ন, যে কোন মূর্ত্তির সম্মুখেই নিবেদিত হউক না কেন, সকল প্রসাদই যথাবিধি সেবনীয়।

কোন কোন উদারবুদ্ধি গৃহস্থ-বৈষ্ণবের বাটীতে রাধাকৃষ্ণ ও ভগবতী এতদুভয়েরই সেবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত অন্ন দ্বারা ভগবতীর ভোগ দিয়া থাকেন। এ প্রথা নিতান্ত নিন্দিত বলিয়া বোধ হয়। যদিও কোন কোন পুরাণে বিষ্ণুপ্রসাদের মহিমা জগতে প্রচারার্থ শিব শক্ত্যাদি তৎসেবনে নিজ নিজ কৃতকৃত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তোমার আমার কি। জগন্মাতা ভগবতী ও জগদ্‌গুরু সদাশিব জগজ্জীবের হিতার্থ শিক্ষা দিবার ছলে নিজে নিজে অনেক কাজ করিয়া কর্ম্মিয়া দেখাইয়াছেন। জীব ! তুমি মায়ায় মোহিত হইয়া তাহাই কি সত্য বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছ ! ভগবান্ মাতৃরূপে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানময় শিবরূপে উত্তর দাতা, ও বিষ্ণু আদি নানা রূপে উপাস্য ও জীবের উদ্ধার কর্ত্তা হইয়া থাকেন। একই ঈশ্বর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা রূপে জগতে প্রকাশমান্। বস্তুতঃ অজ্ঞেয়সত্ত্ব ভগবান্ নিজ নিগূঢ় তত্ত্ব নিজে কোনরূপে ব্যাখ্যা না করিলে জীব তাহা বুঝিবে

কোথা হইতে ? তাই কখন শিবরূপে বিষ্ণুর মহিমা কখন বিষ্ণু রূপে শিবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া করুণানিধি সকলের উদ্ধারের পথ বিস্তার করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা,—বিষ্ণুকে তুমি যাহা নিবেদন করিলে, তাহাতে তো তোমার আর স্বত্ব থাকিল না, তবে তুমি কাহার অনুমতিতে বিষ্ণুর দ্রব্য ভগবতীকে নিবেদন করিবে ? যাহাতে তোমার স্বত্ব নাই, তাহা তুমি নিবেদন করিবার কে ? হয়, তোমার ভগবতীকে ভোগ দেওয়া হয় না, না হয়, তুমি বিষ্ণুর প্রসাদ-চোর। এরূপ অবাস্তবিক ভোগ সেবা অপেক্ষা মাকে গৃহ হইতে বিদায় দেওয়াই ভাল। তুমি বল না কেন, মা ! আমরা কলির জীব, মাকে অন্ন দিতে পারিব না। আর এক কথা—যদি তুমি ভগবতীকে বিষ্ণুপ্রসাদপ্রিয়াই বল, তাহা হইলেও বলি, মনে কর তুমি আমাকে ও আমার শিষ্যকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে ; তুমি জান যে আমার শিষ্য আমার প্রসাদ ভাল বাসে। তাই বলিয়া কি তুমি তাহাকে স্বতন্ত্র পাত্রে উত্তমান্ন না দিয়া আমার উচ্ছিষ্টান্ন গুলি তাহাকে খাইতে দিবে ? তুমি যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র অন্ন দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য ; যদি না দাও, তবে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ অবৈধতা রূপ পাপে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তুমি ভগবতীকে সামান্যা দেবী বোধে যে অমর্য্যাদা করিলে, তাহার বিষম ফল ভোগ করিতে হইবে। শত শত অমর্য্যাদার পাত্রকে মর্য্যাদা দিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু একজন মর্য্যাদার পাত্রকে অমর্য্যাদা করিলে বিশেষ বিভীষিকাগ্রস্ত হইতে হয়। এই নীতির বশ্যতা

স্বীকার করিলেও জগজ্জননীকে (তোমার মতে তিনি সামান্যা হইলেও) স্বতন্ত্র মর্য্যাদা সহ ভোগ সেবা করা কর্ত্তব্য।

ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়াছেন, যিনি ভাল করিয়া ভগবানকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, একবার শুন দেখি, সেই ভগবদ্‌ভক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া কেমন প্রেমের ফোয়ারা ছুটিয়াছে—

——১——

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

"কালী হ'লি মা রাসবিহারী।

নটবর বেশে বৃন্দাবনে॥

পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥

নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী। ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥

আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি। এবে নিজ কাল, অনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবনত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী। পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনাবারি॥

প্রসাদ হাঁসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি। মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি।" আবার শুনুন—

প্রসাদি সুর—তাল একতালা।

"তাই কালোরূপ ভাল বাসি।
শ্যামা জগমনমোহিনী মা এলোকেশী॥

কালোর গুণ না ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥

কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হ'লেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥

যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল একবয়সী।
ঐ যে, তার মধ্যে কেলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী।

প্রসাদ ভণে অভেদজ্ঞানে কালোরূপে মেশামেশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী॥

—o—

সুর বাউল—তাল খেম্‌টা।

"হরি, কই সে মোহন বাঁশরি।
কেন ভয়ঙ্করা, অসিধরা, হ'লে হে বংশীধারী॥

কি লাগি কেলে সোণা, দিগ্‌বসনা, লোল রসনা হেরি।
ল'য়ে বনমালা, মুণ্ডমালা কে পরালে শ্রীহরি॥

কেন পায় রুধির ধারা, প'ড়ে ধরায়, চরণে ত্রিপুরারি।
হ'লে কার ভাবে ত্রিনয়না শ্যাম, বাঁকা নয়ন সম্বরি॥
কি কারণে মত্ত রণে, সুধা পানে দৈত্যারি॥

আবার চূড়া ফেলে, প'ড়চো ঢ'লে, উন্মাদিনীর বেশধরি।
কোথায় সব ব্রজাঙ্গনা, গোপললনা, কাননে কিরূপ হেরি॥
আবার শ্রীচরণে, পুষ্পাঞ্জলি, দিতেছেন রাই কিশোরী।
(ওহে কাঙ্গালের ধন চিন্তামণি)"

—o—

সাধক! যদি নিজ কুশল চাও, তবে দ্বেষ দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর। ত্রিজগজ্জননীকে আর "হাতীশুঁড়োর মা" বলিয়া, বিল্ব পত্রকে "তে ফড়কার পাতা" বলিয়া, কাশীকে "গলা খুশ খুশি" বলিয়া, ভগবানের নিকট অপরাধী ও লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইও না। শাক্ত বা শৈবগণ ত ভগবান্ গোপিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে এবং মূলপ্রকৃতি বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধিকাকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতে ক্রুটী করেন না। বৈষ্ণবগণ! আপনারাও একবার "পয়ার" পাঠ জনিত কুসংস্কার রাশি পরিত্যাগ করিয়া শিব শক্তিকে দিব্য চক্ষে দর্শন করুন; দেখিতে পাইবেন, গোলোকধামের গুপ্ত লীলা কি! আজ যে শাক্তের রক্তচন্দনের ফোটা ও জবাফুলের মালা দেখিয়া আপনি চমকিয়া উঠেন, আজ সেই মায়ের ছেলে মায়ের ভাবে বিভোর হইয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমগদ্‌গদ স্বরে মাকে কি বলিতেছেন, শুনুন—

—o—
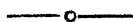
কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

"যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি।
সেরূপ লুকালি কোথা করাল বদনি, (গো মা)॥

(একবার নাচ্ গো শ্যামা) (তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি
ক'রে একবার নাচ্‌গো শ্যামা)করের অসি ফেলে,
মোহন বাঁশী লয়ে একবার নাচ্‌গো শ্যামা)
(মুণ্ডমালা ফেলে, বন মালা প'রে একবার নাচ্‌গো শ্যামা)
(সে রূপ কেন দেখিনা গো মা) ॥
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হ'ত,
ব'ল্‌তো ধররে ধররে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী।
এলায়ে চাঁচর কেশ মা, বেঁধে দিত বেণী (গো মা) ॥
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা, তাতে তাতা
থেইয়া থেইয়া, তাতা থেইয়া থেইয়া বাজিত নূপুর
ধ্বনি। ধ্বনি শুনে আস্‌ত যত ব্রজের রমণী গো মা
(ও মা ভুবন মোহিনী গো মা) ॥"

———o———

সাধক! নির্ম্মল ভক্তিতে মন প্রাণ মজিয়া গেলে, হৃদয় কিরূপ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া দাঁড়ায় একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও, গুপ্ত লীলার মর্ম্ম কথা শুনিয়া লও, এবং জীবনের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা শিখিয়া লও।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য ও সাধুপ্রকৃতি, তাঁহারা আমাদিগের সহিত একমত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক অনুদারচিত্ত, অশিক্ষিত লোক আছে। তাহাদিগেরই অনাচারে এই সম্প্রদায়টি নিতান্ত কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করি, বৈষ্ণব গুরু

গোস্বামী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের শিষ্যবর্গকে একটু সুশিক্ষা দান করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম জগতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। কিছুদিন হইল বৃন্দাবনবাসী একজন শাস্ত্রজ্ঞ সাধু-হৃদয় গোস্বামী মহাশয় আমার সহিত সদ্বার্ত্তালাপ কালে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদিগের সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার কথা অধিক কি বলিব, আমরা যখন শ্রীমদ্ভাগবত আদি বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যাখ্যা করি, তখন শিখা-কৌপীন-কণ্ঠীধারী বৈরাগী বৈষ্ণবগণ সময় সময় এরূপ অনুরোধ করে যে "আপনারা ভাগবত আদি ব্যাখ্যা কালে শিব ও শক্তির কিছু কিছু নিন্দা করিবেন।" অনেক কথা বার্ত্তার পর আমার অনুরোধে গোস্বামী মহাশয় স্বীকার করিলেন যে, ভবিষ্যতে বৈরাগীদিগের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

শৈব ও শক্তি।

এই অবকাশে বর্ত্তমান শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়কেও কিছু বলিবার আছে। শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অল্লাধিক পরিমাণে কৃতবিদ্য। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণাদি দেবতাকে ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ করেন না সত্য, কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে উপহাসচ্ছলে অনেক সময়ে অনেক তীব্র কটূক্তি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা ছাগমাংস ভোজন করেন না বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহারা বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিয়া থাকেন। বৈরাগিগণ "বৈষ্ণবী" সঙ্গে রাখে বলিয়া তৎপ্রতি ভ্রূভঙ্গিও করিয়া থাকেন। আমরা বলি, ইহা বুদ্ধিমান্ দিগের নিতান্তই

অননুমোদিত। তুমি যাহা ভাল বুঝিয়াছ, তাহা তুমি ভাল ভাবে অন্যকে বুঝাইতে পার, কিন্তু উপদেশ করিতে গিয়া উপ-হাস করিও না; তাহাতে অন্যের মর্ম্মবেদনা হইতে পারে। একজন বৈষ্ণবের ভ্রম থাকিতে পারে, অশাস্ত্রীয় অন্যায় সংস্কার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার যে ভক্তি নাই নিষ্ঠা নাই তাহা তোমাকে কে বলিল ? সাবধান ! যেন ভ্রম দূর করিতে গিয়া ভক্তের মনে আঘাত করিও না, মশা তাড়াইতে গিয়া গালে চড় মারিও না, ফোড়া কাটিতে গিয়া রক্তবাহিনী শিরা কাটিয়া ফেলিও না। অসদুপায়ে সৎকার্য্য সাধন করিতে নাই; সাধু উপায়ে সাধু কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। যাহাকে উপদেশ দিবে, তাহাকে উপহাস করিও না। বৈষ্ণব যে মাংসাদি ভোজন করেন না, ইহা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অনুমোদিত। তবে তুমি তাহাকে নিন্দা করিবে কেন ? যদি তুমি আর্য্যধর্ম্মী হও, তবে তোমায় তন্ত্র ও পুরাণকে একই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে। যিনি যে সাধনের অধিকারী, তিনি তদনুরূপ শাস্ত্রের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করিবেন। তুমি হয়ত বলিবে যে আমি তাহাকে বৃথা মাংস খাইতে বলিতেছি না, বৈষ্ণব মহাদেবীর মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে না কেন ? আমরা বলি, যাহা "মহাপ্রসাদ" তাহা সকলেরই সেব্য ; কিন্তু তুমি যাহাকে "মহাপ্রসাদ" বলিতেছ, তাহা প্রকৃত মহাপ্রসাদ কি না, তাহাই বিচার করিতে হইবে। তুমি যাহাকে মহাপ্রসাদ মনে করিয়াছ, তাহা যে প্রকৃতই মহা-প্রসাদ, ইহা প্রথমতঃ লোককে বুঝিবার অবকাশ দাও; তাহার

পর মহা প্রসাদের জয় ঘোষণা করিও। তুমি ভাবিলে, মহামায়াকে মন্ত্রপূত করিয়া ছাগ বলিদান করিলাম, সুখসেব্য মুখরুচিকর উপকরণে তাহা পাক করিয়া তাঁহার ভোগ উৎসর্গ করিলাম, সুতরাং উহা মহাপ্রসাদ হইয়া গেল। সাধকের নিবেদিত পদার্থ দেবতা গ্রহণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই মহাপ্রসাদ। তুমি যাহা মহামায়াকে নিবেদন বা উৎসর্গ করিলে, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন কি না, তাহার কি সাক্ষ্য পাইয়াছ? কেবল মন্ত্র পড়িলেই কি তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন? বিধি পূর্ব্বক সাধন দ্বারা মন্ত্রকে চৈতন্যযুক্ত না করিতে পারিলে, সেই মন্ত্র কি কেবল মাত্র উচ্চারণ করিলেই চৈতন্যরূপিণী-ভগবতী তোমার কথা শুনিবেন? একজন অসিদ্ধ, নিষ্ঠাবিহীন, মলিনচিত্ত পুরোহিত কেবল মাত্র বাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবতীকে দালান ভরা সামগ্রী নিবেদন করিল, তুমি ভাবিলে, অবোধ লোকে ভাবিল, অসাধকেরা বুঝিল ভগবতী উহা গ্রহণ করিলেন। এই সময় একটা গল্প মনে পড়িতেছে—একবার কালীপূজার রাত্রিতে কৃষ্ণনগরাধীশ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহানিশাতে পূজারম্ভ হইবে—তাহার বিলম্ব আছে জানিয়া নিজ ভবনের বহির্দ্বারের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পুরোহিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর মহাশয়! এত দ্রুতগতি কেন? পুরোহিত উত্তর করিলেন, "একজন যজমানের বাটীতে কালী পূজার্থ যাইতেছি। মায়ের পরম ভক্ত

রাজা বিস্মিতভাবে বলিলেন, সে কি! এখনও তো পূজারম্ভ কালের অনেক বিলম্ব আছে, আপনি এখনই পূজা করিবেন কি বলিয়া? এখন পূজা করিলে অশাস্ত্রীয় পূজা হইবে। পুরোহিত বলিলেন, মহারাজ! আপনি তো বলিলেন, এখনও অনেক বিলম্ব, শর্ম্মা কিন্তু ইহার মধ্যেই ৪।৫ খানি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন, এবং এখনও খান সাত আট বাকি আছে। আপনার কথা শুনিলে তো এক খানির অধিক পূজা করাই হয় না। রাজা বলিলেন, ঠাকুর! এরূপ অসময়ে-অলগ্নে পূজা করিলে যে আপনি মহাপাপভাগী—পতিত হইয়া মায়ের কোপদৃষ্টিতে পড়িবেন। তাহাতে পুরোহিত বলিলেন, মহারাজ! এ বিষয়ে আমি খুব সাবধান। আমি আপনার ন্যায় পূজা করি না। মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াই পূজা সাঙ্গ করিয়া থাকি। সুতরাং মা যখন আমার অসময়ের পূজার সমাচারই পাইলেন না, জানিতেও পারিলেন না, তখন তিনি রাগ করিবেন কিরূপে? আমার পূজা লোক বুঝান মাত্র, যজমানঘরটা বজায় রাখা মাত্র। ভক্ত সাধক রাজা বাহাদুর পুরোহিতের কথা শুনিয়া অবাক্!—তাই বলিতেছি মায়ের সম্মুখে বসিয়া গোটাকতক মন্ত্র পড়িলেই তাঁহার পূজা হয় না।

ভগবতী তোমার "কথায়" ভুলিবার দেবতা নহেন, "আড়ম্বরে" ভুলিবার দেবতা নহেন, মনোময়ী মা তিনি, সাধকের প্রাণতন্ত্রীতে যখন সিদ্ধমন্ত্রের দিব্যধ্বনি শুনিতে পাইবেন, তখনই ভক্তবৎসলা তোমার নিবেদিত সামগ্রী গ্রহণ করিবেন। সেই কৃপাদৃষ্টিপূত

সামগ্রীই প্রকৃত "মহাপ্রসাদ"। সেই মহাপ্রসাদ সেবনে অসাধ্য ব্যাধির শান্তি হয়, শরীর পবিত্র হয়, মন নির্ম্মল হয় ও আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। প্রহ্লাদ অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহের যে আবেগে ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া বিষকে অমৃত করিয়াছিলেন, যে আবেগে শাক্ত সাধকগণ মাকে মদ্য নিবেদন করিয়া দুগ্ধরূপে তাহা পান করেন, তাহাই প্রকৃত মন্ত্রোচ্চারণ; এবং সেই মন্ত্রপূত নিবেদিত সামগ্রীই মহাপ্রসাদ। যদি তুমি মন্ত্র চৈতন্য করিয়া মায়ের মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী মূর্ত্তিকে চৈতন্যময়ী না করিতে পার, তবে তুমি জানিও তোমার নিবেদিত কোন দ্রব্যই তিনি গ্রহণ করেন নাই। তীব্রাতিতীব্র ভক্তির আবেগ বা মন্ত্র চৈতন্য ব্যতীত কোন শব্দ বা কোন সামগ্রীই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। তুমি হয় তো বলিবে,—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ।"

সোমযজ্ঞ, শ্যেনযজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যাগাদিতে পশুবধ করিবার নিয়ম আছে সত্য, কিন্তু সে সমস্ত যজ্ঞই সকাম। তত্তদনুষ্ঠানে কামনা পরিপূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু ফলাভিসন্ধান থাকা জন্য মুক্তি লাভ হয় না। জপযজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ আদি অনেক নির্দ্দোষ যজ্ঞ আছে তো, তাহারই অনুষ্ঠান কর না কেন? তাহা তুমি করিবে না, কেননা তাহাতে তোমার মাংসাহারের সুবিধা নাই। তুমি মাংসাহার বাসনা পরিত্যাগ কর, দেখিবে, তোমার নিরামিষ পূজায় প্রবৃত্তি জন্মিবে। ঋষিদিগের যজ্ঞের দৃষ্টান্ত দিলেই বা চলিবে কেন। যাহাদের বাঁচাইবার সামর্থ্য ছিল,

তাঁহারা মারিলে শোভা পাইত, কেননা, তাঁহারা তপস্যা-সিদ্ধ সামর্থ্য লাভ করিয়া "ঈশ্বর" পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরকল্প মহানুভবদিগের আচরিতানুকরণ করা তোমার আমার কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারীর জন্য যাহা যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তোমার একটি মশা বাঁচাইবার ক্ষমতা নাই, তোমার পশুবলিদান কেন? ঋষিদিগের ন্যায় তপস্তেজ সঞ্চয় করিতে পারিলে তোমার পশুবধ জন্য পাপও দগ্ধ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ রাজস যজ্ঞ বা তামস যজ্ঞ (যাহাতে পশুবধাদি আছে) মুমুক্ষুদিগের অনুষ্ঠেয় নহে। শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তুমি ছাগ বলিদান কর, মদ্য সেবন কর, ভৈরবী চক্রের মহা আড়ম্বর কর, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রবিধি অনুসারে তুমি কি আপনাকে সম্পূর্ণ অধিকারী করিতে পারিয়াছ? তিথি, নক্ষত্র, উপাদান, উপকরণ, যন্ত্র, মন্ত্র, মনের অবস্থা, সংযম, সাধন, অনুষ্ঠান আদি যুক্ত হইয়া কি প্রকৃতপ্রস্তাবে শাস্ত্রানুসারে আপনাকে অধিকারী প্রস্তুত করিয়াছ? যদি অনধিকারে তুমি মদ্য সেবন কর, কুলনারী স্পর্শ কর, জীবিত ছাগ বলিদান কর, তাহা হইলে তুমি অপরাধগ্রস্ত হইয়া যে নিরয়গামী হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? যদি তুমি অচেতন মৃণ্ময়ীকে চৈতন্যময়ী করিতে না পার, তবে সচেতন জীবকে তাঁহার নিকট বলিদান দাও কেন? তাঁহার অনন্ত-মূর্ত্তির অনুকল্পে যেমন তাঁহার ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া কেবল বাক্যের মন্ত্রে তাঁহার প্রাণ

প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা শেষ কর, সেইরূপ জীবিত ছাগের অনুকল্পে মৃণ্ময়—ক্ষীরময় ছাগ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাকেই মৃন্ময়ী মায়ের সম্মুখে বলিদান দাওনা কেন? আর যদি মাকে চৈতন্যময়ী করিতে পার, কৈলাসবাসিনীকে যদি সম্মুখের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত করিতে পার, তাহা হইলে ছাগ মেষ মহিষ কেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে উৎসর্গ করিলেও আমরা তাহাকে অবৈধ বলিব না। অতএব তোমার আমার কল্পনার মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে ও বলিদানাদি করিলে মাংসাহার ও জীব-হত্যাজন্য পাতক স্পর্শ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব তোমার এ মহাপ্রসাদ ভোজন করিবেন কেন? বলিদান বৈধ হইলেও সদাই শুভফলপ্রদ নহে। ষড়্দর্শনের টীকাকার অশেষ-শাস্ত্রদর্শী পরম বিচক্ষণ বাচস্পতিমিশ্রও বলিয়াছেন, যে বৈধ বলিদানে ফলদায়কত্ব ও নিরয়নেতৃত্ব উভয় শক্তিই বিদ্যমান আছে। তুমি কামনা পূর্ব্বক বলি দাও, যজ্ঞ ও পূজাজন্য তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু জীবের প্রাণবধ জন্য নরক বা জন্ম মরণ যাতনাদি ভোগ করিতে হইবে। শিবের দোহাই দিয়া গাঁজা ও সিদ্ধি পান করিয়া, কালিকার দোহাই দিয়া মদ্য-পান, মাংস ভোজন ও মৈথুন আদি করিয়াও তুমি যদি নিষ্পাপ হও, তবে বৈষ্ণবগ্রন্থের দোহাই দিয়া বৈরাগিগণ দুর্গাকে "হাতী শুঁড়োর মা" বলিলে অপরাধী হইবে কেন? দেখিতে গেলে বৈরাগীদিগের মধ্যে যেমন নেড়ানেড়ীর কীর্ত্তন, সেইরূপ শাক্ত মণ্ডলীর মধ্যে ভৈরবী চক্রেও মহা অনর্থপাত হইতেছে। ধর্ম্মের

দোহাই দিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, অনধিকারী ও অসাধকগণ সাধনসিদ্ধির ভাণ করিয়া পবিত্র ভারত ক্ষেত্রের উজ্জ্বল মুখ মলিন করিতেছে। উন্নতহৃদয় ভক্ত শাক্তগণ! মন্ত্রদাতা গুরুগণ! আপনারা কি ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিবেন না? সামান্য গৃহস্থগণকেও দেখিতে পাই মায়ের (প্রসূতির) সম্মুখে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিতও রসালাপ করিতে পাপ মনে করে; কিন্তু আজ ভৈরবী চক্রে তন্ত্র সিদ্ধ-মন্ত্রের দ্বারা জগন্মাতাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মুখে মদ্যপানোন্মত্ত কত সাধকাভিমানী যে ঘৃণিত ব্যভিচারে রত হইতেছে, কত "কুলনারীর" জারজ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে, ইহাও কি আপনারা সাধন বলিয়া স্বীকার করিবেন? যে নারীকে মা বলিয়া পূজা করিতে হইবে তাহাতে ব্যভিচার! উঃ কি মহা পাপ!! হা ত্রৈলোক্যতারিণি ত্রিশূল-ধারিণি! হা চণ্ড মুণ্ড বিঘাতিনি! এই সকল লোকের দ্বারা মা! আর কত কাল তোমার উপাসক সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত রাখিবে? মা জগদ্ধাত্রি! ধর্ম্ম-জগৎকে রক্ষা কর!

বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের মধ্যে ভগবানের লীলানুকরণ প্রথাটি কিছু প্রবল হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণার্থ অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীলা করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে যে তাদৃশ লীলার অনুকরণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥"

এই শ্লোককে অবলম্বন ও তাহার কদর্থ করিয়া "প্রকৃতি" সাধকেরা বিড়ম্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা এই শ্লোকের "তৎপর" পদটির "তাদৃশ লীলাপরায়ণ" এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক যে প্রকার লীলা করিয়াছেন, তাঁহার সেই লীলা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সেইরূপ লীলা করিবে। কিন্তু বস্তুতঃ "তৎপর" পদে "ভক্তিমান্" এইরূপ অর্থ হইবে অর্থাৎ তাঁহার লীলা গান শ্রবণ করিলেও মানব ভক্তিমান্ হইতে পারেন। আমরাও এই লীলানুকরণের মত পোষণ করিতে কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু মহা-জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাত্মা ব্যতীত ভগবানের লীলানুকরণে সমার্থ্য কাহার? তিনি দুর্দ্ধর্ষ অসুরনিকর নিপাত করিয়াছিলেন, তোমার সে লীলা অনুকরণে সামর্থ্য কই? তিনি গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি সে লীলায় অগ্রসর হও না কেন? গাভী, বৎস, গোপবালকগণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তিনি নিজ মায়ায় নূতন সমস্ত রচনা করিয়াছিলেন, তুমি সেরূপ করিতে পার কি? তিনি হলাহল পূর্ণ কালীয় হ্রদে ডুবিয়াছিলেন, সে লীলা অনুকরণ করনা কেন? তিনি দাবানল ভোজন করিয়াছিলেন, তুমি সে রূপ কর না কেন? তিনি নিজ মুখবিবর মধ্যে মাতা যশোদাকে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখাইয়াছিলেন, তোমার সে ক্ষমতা কই? তিনি বিরাট-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন, তোমার সেরূপ লীলা কই? তিনি দ্রৌপদীর শাককণিকা মাত্র ভোজন করিয়া ষষ্টি সহস্র শিষ্য সহিত

দুর্ব্বাসার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, তোমার এ লীলা দেখিতে পাই না কেন? দেখিতে পাই কেবল তোমাকে গোপালের বাওয়ান্ন ভোগ ভোজন করিতে, রাসলীলা করিতে ও বস্ত্রহরণের গুপ্ত-লীলা করিতে। ধন্য তোমার লীলানুকরণ! ভগবান্ যখন রাস-লীলা করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রত্যেক গোপিকার নিকট ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। যিনি এক হইয়া বহু হইতে পারেন, সেই বেদবেদ্য-অনাদি-পুরুষই গোপিকাবল্লভ রাধাবিনোদ রাসবিহারী। তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব রাস-লীলার অধিকারী নহে। যে দিন তুমি পরমাত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া ঘটে ঘটে বিরাজ করিতে থাকিবে, সেই দিন রাস-লীলায় অগ্রসর হইও। অন্যথা পরদারাভিমর্ষণে পাপভাগী হইতে হইবে, তুমি বলিবে প্রকৃতি—স্ত্রী মাত্রেই পরমাত্মার সুখভোগার্থ বিরচিত হইয়াছে—"প্রকৃতি সাধনের" গুপ্ত রহস্য এই যে—রেতঃপাত না হয়, এই ভাবে স্ত্রীতে উপগত হইবে; সম্ভোগ কালে সুধা-বিন্দু গুপ্ত নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়া ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত হইবে ও তথায় পরমাত্মার পরমসুখ বিধান করিবে। এই "রাগের ঘরের গুপ্তলীলায়" বঙ্গদেশে ব্যভিচারের প্রবল স্রোত বহিতেছে, এই লীলায় সম্পর্ক বিচার নাই। (ইহার গুহ্যরহস্য অধিক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না)। তুমি যুবতী-পরনারীদিগকে উলঙ্গিনী করিয়া নিভৃত গৃহে বস্ত্র হরণের লীলার অনুকরণ করিয়া থাক। বৈরাগী ঠাকুর! এই লীলাভিনয়ের প্রকৃত অধিকারী কে, স্মরণ আছে কি? দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকৃষ্টা হইয়া যখন

রাজবালা রাজ-মহিলা ঋতুমতী দ্রৌপদী সভামধ্যে আনীত হইয়া ছিলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া কাতরপ্রাণে ভক্তিগদগদস্বরে লজ্জানিবারণার্থ যাঁহাকে ডাকিলে যিনি দ্রৌপদীর বস্ত্র অনন্ত-ধারায় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই গোপিকাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন। দিতে ও লইতে, কমাইতে ও বাড়াইতে একমাত্র লীলাময় ভগবানেরই সামর্থ্য আছে। গৃহে লক্ষ লক্ষ গোবন্ধন রজ্জু সত্ত্বেও গোপরাজপ্রমদা যশোদা বৎস গোপালকে বাঁধিতে পারিলেন না, রজ্জু কমিয়া গেল, আবার দ্রৌপদীর বসন ক্ষুদ্র হইলেও লীলাময়ের ইচ্ছায় তাহা অসীম বাড়িয়া গেল। যথা—

"ন্যূনতাধিকতে যাতি সর্ব্বং কৃষ্ণস্য লীলয়া।
যথা যশোদা রজ্জুর্হি দ্রৌপদীবসনানিচ ॥"

তুমি আমি কাহাকেও একখানি বস্ত্র দিতে সমর্থ নই, অথচ যুবতীর বস্ত্র হরণে বিলক্ষণ পটু। বাবাজি ! ধন্য তোমার লীলা ! শীঘ্র এ লীলা সম্বরণ কর।

অনধিকারী শাক্তের মদ্য সেবন নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু অধিকারীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। পদার্থ মাত্রেই বিষাংশ ও অমৃতাংশ আছে। দুগ্ধ সুস্থ শরীরে যেমন অমৃতের, অসুস্থ শরীরে তেমনি বিষের ন্যায় গুণ করিয়া থাকে। গরল, পারদ প্রভৃতি সামান্যতঃ পীড়াদায়ক ও প্রাণ-হানিকর, আবার বিধি পূর্ব্বক সংশোধিত হইলে তাহাতেই আবার কঠিন কঠিন ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। সমস্ত পদার্থই যখন গুণ দোষ-জড়িত, মদ্য তাহা হইতে অতিরিক্ত হইবে কেন? মদ্যেতে

যেমন মনের মত্ততা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা আদি হইয়া থাকে, তেমনি উহার দ্বারা চিত্তের উদারতা, সাহস ও নির্ভীকতা আদিও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন বিষ সংশোধিত হইলে তাহার দোষাংশ নষ্ট হইয়া অমৃতাংশ থাকিয়া যায়, সেইরূপ তান্ত্রিক বিধিতে সিদ্ধ মন্ত্রের ক্রম বিশেষের দ্বারা মদ্যকে সংশোধন করিয়া লইতে পারিলে, উহার মাদকতা ও ইন্দ্রিয়োত্তেজকতা বিনষ্ট হইয়া অসম-সাহসিকতাদি প্রসবিনী শক্তি থাকিয়া যায়। গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণবাদির সাধন প্রণালী যেরূপ, তাহাতে মদ্যাদি সেবন নিতান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু তন্ত্রের উৎকট সাধন-প্রণালীতে ইহার আবশ্যকতা আছে। যাহারা মদ খাইয়া মাতাল হয়, পরনারী-আলিঙ্গন করে, "পঞ্চ মকার" সাধন তাহাদের জন্য নহে। বর্ষাকালে শনি মঙ্গল বারে ঘোর নিশীথে যখন আকাশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাতে মহাঘোর ঘনঘটা হইতে বিকট বজ্রধ্বনি করিয়া বিদ্যুদ্দাম বিকশিত হইয়া জগৎকে বিত্রস্ত করিতেছে, যখন অগাধ গম্ভীর গঙ্গার জল কূলে কূলে উঠিয়া উত্তাল তরঙ্গে গর্জ্জন করিতে করিতে তটিনীরতট ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সেই সময়ে শৃগাল কুক্কুরাদির বিকট রবে নিনাদিত ভূত-প্রেত পিশাচাদির ভয়ে আকুলিত মহাশ্মশানে একাকী শবাসনে বসিয়া সাধক যখন মহাদেবীর মহামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবেন, যখন সাধকের সাধনশক্তি প্রসূত বৈদ্যুতিক বেগে শব সচেতন হইয়া বিকট বদনে সাধককেই আক্রমণ করিতে আসিবে, বল দেখি কে আছ জগদ্বাসিন্! সেই সময় স্থিরচিত্তে

মহাঘোরা মুণ্ডমালিনী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী চামুণ্ডা করালবদনার জপ করিতে সমর্থ হও? এই উৎকট সাধনাতে কি অদ্ভুত সাহস এবং অমানুষী নির্ভীকতার প্রয়োজন হয় না? তাই একটু এই সময়ে মন্ত্রপূত ও সংশোধিত মদ্যের প্রয়োজন। মদ্যপানে মাতোয়ারা ও বিকৃতমনা হইলেও চলিবে না, কেননা এই সময়ে নিতান্ত অপ্রমত্ত ও একনিষ্ঠ থাকিতে হয়। মদ্যের তান্ত্রিক নাম "কারণ"। অধিকারী সাধকের পক্ষে ইহা সিদ্ধির কারণ; কিন্তু সাধনের ভাণকারী অনধিকারীর পক্ষে ইহা ধনহানির কারণ, মারামারি করিবার কারণ, উৎকট ব্যাধির কারণ, ব্যভিচার করিবার কারণ, উচ্ছিন্ন যাইবার কারণ ও ঘোর রৌরবমার্গে পতন হইবার কারণ।

উপাসকের বেশভূষা।

সাম্প্রদায়িক সাধকগণ নিজ নিজ সাধানানুকূল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বেশভূষা করিয়া থাকেন। অনেকের মতে এগুলি বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। অনেকে বলিবেন, বাহিরে আপনাকে ধার্ম্মিক জানাইবার জন্য উপাসকগণ এইরূপ বেশ ভূষা করিয়া থাকেন। আমরা বলি, তাহা নহে; এই সকল বেশভূষা দ্বারা সাধকের সাধনার বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে। শৈবের বিভূতি,শাক্তের রক্ত চন্দন, বৈষ্ণবের তিলক মাটি, শৈবের রুদ্রাক্ষ, শাক্তের শঙ্খমালা, বৈষ্ণবের তুলসীমালা আদি সাম্প্রদায়িক সাধনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ রূক্ষ, তেজস্কর ও শৈত্যনাশক। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁহাদের উগ্র তপস্যার

প্রয়োজন; স্নেহাদি গুণরহিত বৈরাগ্যপূর্ণ অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রয়োজন; এই জন্যই এই উগ্র-উপাদানরাশি ইঁহাদিগের জন্য বিহিত হইয়াছে। বিভূতি রুদ্রাক্ষ আদি ধারণ করিলে সাধকের উগ্র তপস্তেজ ও অসাধকের ক্রোধ উদ্দীপিত বা প্রকৃতি কিছু উগ্র হয়। রক্তবর্ণের দিকে অধিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চিত্তবৃত্তির জড়তা বিনষ্ট হইয়া যায়। শঙ্খ বা নৃদন্ত নির্ম্মিত মালা ধারণ করিলে শরীর ও মনের শক্তি সমূহের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়, তাই শাক্তগণ তীব্রাতিতীব্র মহাশক্তির সাধন করিবার জন্য প্রকৃতি রাজ্যে সাধন-শক্তির আধিপত্য স্থাপন করিবার ও পবিত্রবল লাভ করিবার জন্য এতাবৎ ধারণ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ শাক্তগণ প্রায়শঃ রুদ্রাক্ষ বা স্ফটিকের মালা ধারণ করিয়া সাধনা করেন। বৈষ্ণবগণ জ্ঞান ও সিদ্ধি অপেক্ষা ভক্তিমার্গের অধিক প্রিয়; বিনয় ও নিরহঙ্কৃত ভাব তাঁহাদের সাধনের প্রধান অঙ্গ। সেইজন্য তুলসীমালা ও পবিত্র মৃত্তিকার তিলকাদি ধারণ তাঁহাদের আবশ্যক। মৃত্তিকা তাপ সংহারে ও তেজঃ প্রবাহকে অন্তর্মুখীন করিতে সমর্থ এবং তুলসীদল বা তুলসীকাষ্ঠও উত্তাপাদি উগ্রশক্তির বিশেষ হানিকারক। তুলসীকাষ্ঠ বা তিলকাদি সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিলে শরীরের উগ্র শোণিত জনিত উষ্ণতা, উত্তেজকতা আদির উপশম করে, সঙ্গে সঙ্গে মন ও প্রকৃতি উদ্যম শূন্য, উদ্দীপনাবর্জ্জিত, শান্ত, বিনীত, নিরহঙ্কৃত সুতরাং ভক্তি বশম্বদ হইয়া আসে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাই এই—ভগবান্ প্রভু, সাধক তাঁহার দাস; জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই প্রভুর, দাসের কিছুতেই

অধিকার নাই, ভক্ত নিজ শরীরটিকেও প্রভুর চরণে সমর্পণ করিয়াছেন,সেইজন্য টাকা ও ভূসম্পত্তির কাগজ পত্রাদিতে রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা থাকিলে তাহা যেমন রাজার অধিকার-জ্ঞাপক হয়, সেইরূপ ভক্ত বৈষ্ণব আপনার শরীরের চারিদিকে "রাধাকৃষ্ণ", "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নামের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দেন। মনকে বুঝাইয়া দেন যে শরীরটি যাঁহার নামাঙ্কিত, ইহাতে তাঁহারই অধিকার, ইহা তাঁহারই সেবার্থ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছে আছে ও থাকিবে ; ইহাতে যমেরও অধিকার নাই। মানব! ইহা তোমার ভোগ বিলাস-ভূমি হইতে পারিবে না। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের এই সাধুভাবটি না বুঝিয়া, যাঁহারা ভগবানের নাম মুদ্রাঙ্কিত দেহ বৈষ্ণবগণকে "চিতেবাঘ" বলিয়া রহস্যামোদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা "ভাল মানুষ" বলিতে কুণ্ঠিত হই।

পঞ্চ দেবতার একাত্মকতা।

এইরূপ সাম্প্রদায়িক উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে কতক কতক লোকের ত্রুটী বা বিষম ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উপাসক সম্প্রদায়ের বা উপাসনা পদ্ধতির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করা উচিত নহে। লোকে অজ্ঞানতা বশতঃ যতই ভ্রম প্রমাদ করুক না কেন, শাস্ত্রীয় শিক্ষার দ্বারা তত্তাবৎ ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া থাকে। অজ্ঞান-জাল-জড়িত জীবগণ বুঝিতে না পারিয়া এক পরমাত্মার পঞ্চধা বিভক্ত মূর্ত্তিতে ভিন্ন বুদ্ধি করিয়া থাকে! তাই উক্ত হইয়াছে ঃ—

"উভয়োঃ প্রকৃতি স্বেকা, প্রত্যয়ভেদেন ভিন্নবস্তাতি।
কলয়তি কশ্চিন্ মূঢ়ো, হরি হর ভেদং বিনা শাস্ত্রং॥"

এই শ্লোকের প্রথমার্থ। যথা—হরি ও হর এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃতি বা ধাতু একই, কেবল প্রত্যয় ভেদে (হৃ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয়ে=হরি এবং হৃ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয়ে=হর) শব্দ দুইটী দুই প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূঢ় ব্যক্তি বিনা শাস্ত্রে এতদ্দ্বয়ের ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা। যথা—হরি ও হর উভয়েরই প্রকৃতি এক অর্থাৎ উভয়ই মায়োপহিত চৈতন্য ও উভয়ই সমসামর্থ্যযুক্ত। কেবল প্রত্যয় অর্থাৎ বিশ্বাস ভেদবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়েন মাত্র। মূঢ় ব্যক্তি যে হরি হরের স্বরূপতঃ ভেদ কল্পনা করে তাহা তাহার "বিনাশাস্ত্র" অর্থাৎ তাহার বিনাশের অস্ত্র স্বরূপ। বস্তুতঃ উপাস্যগণের মধ্যে ভেদ কল্পনা করা দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য।

ভগবান্ ভূতভাবন ত্রিলোকনাথ যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তখনকার বিচিত্র-লীলা দেখিলে এই ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। ত্রিপুরাসুরের-দেহ বরপ্রভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিভুবনে যথাতথা বিচরণ করিত। যুগ যুগান্তে তাহার এই তিন দেহ ক্ষণার্দ্ধ জন্য এক এক বার একত্র সম্মিলিত হইত; এই মিলন মুহূর্ত্তে যদি কেহ এই দুর্জ্জয় বীরকে বধ করিতে পারে তবেই তাহার মৃত্যু হইবে, নতুবা তাহার মরণ নাই, এইরূপ সে বর লাভ করিয়াছিল। এই জন্য তাহাকে বধ করিবার সময় স্বয়ং "ধূর্জ্জটি" ধনুর্দ্ধারী হইয়াছিলেন। "পৃথিবী" তাঁহার রথ,

"ব্রহ্মা" তাঁহার সারথি "সুমেরু তাঁহার ধনু, "চন্দ্র" এবং "সূর্য্য" রথচক্র এবং "চক্রপাণি" শর হইয়া ছিলেন, তাই সাধক দেবাদিদেব মহাদেবের স্তুতিকালে বলিয়াছিলেন ঃ—

"রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শত ধৃতি রগেন্দ্রো ধনুরথো-
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথ-চরণ-পাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুর তৃণমাড়ম্বর বিধিঃ—
বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পর তন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ॥"

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে "পুর" শব্দে 'দেহ' এবং "ত্রিপুর" শব্দে 'স্থূল শরীর' 'সূক্ষ্ম শরীর' ও 'কারণ শরীর' এইরূপ বুঝাইয়া থাকে। এই তিন দেহ একত্র হইলেই সংসারী জীব-দেহ সংগঠিত হয়; এই শরীর ত্রয় বিনষ্ট হইলেই জীবের যন্ত্রণাময় জন্ম মরণরূপ জঞ্জাল মিটিয়া যায়। যিনিই এই রূপ মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহাকেই পূর্ব্বশ্লোকের মর্ম্মার্থে সুসজ্জিত হইতে হইবে; অর্থাৎ বেদবিধাতা ব্রহ্মার = (অগ্নি = অগ্নিহোত্র ও নিত্য, নৈমিত্তিক কাম্যাদি কর্ম্মকাণ্ডের), বিষ্ণুর (ভক্তি মূর্ত্তি বা উপাসনার) এবং শিবের (জ্ঞানমূর্ত্তি বা ত্রিপুরান্তকারীর) সহায়তা লইতে হইবে। অর্থাৎ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই সাধনত্রয়ের যিনি বৈধ অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই মহাত্মাই জন্মমরণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। অতএব জীব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ত্রিধা বিভক্ত হইয়াও কার্য্যকালে "কেমন সকলের একত্র পবিত্র সম্মিলন হইল, দেখিলে তো?

যাঁহার হৃদয় ভগবদ্ভাবে বিমুগ্ধ হয়, তিনিই উপাস্য দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে অভেদরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। সাধকেন্দ্র পুষ্পদন্ত বলিয়াছিলেন—বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণবমত আদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তোমারই ব্যাখ্যা করিয়াছে। মনুষ্য নিজ নিজ রুচির বশীভূত হইয়া নানা পথগামিনী নদী সকলের একই মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় কেহ সরল, কেহ বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য নানা পথানুসরণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

কেবল ভক্তই এই কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে সংসারে লীলার জন্য একমাত্র আমিই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছি। বৃষ্টির জলরাশি যেমন চারিদিক্ দিয়া গড়াইয়া একমাত্র সমুদ্রেই গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব এবং শাক্ত সকলেই আমাকেই আসিয়া আশ্রয় করে, পদ্মপুরাণে যথা—

"সৌরাশ্চ শৈবগাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা॥
"একোঽহং পঞ্চধাভিন্নঃ ক্রীড়ার্থং ভুবনে কিল॥"

বস্তুতঃ দেবদেবীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভেদ বুদ্ধি করা

নিতান্ত নিষিদ্ধ। দেবতার যত রূপ ও যত নাম হউক না কেন, সমস্তই এক প্রকৃতিপুরুষময়। যিনি ব্রহ্মা তিনিই হরি, এবং যিনিই হরি তিনিই মহেশ্বর, যিনিই মহেশ্বর তিনিই সূর্য্য, যিনিই সূর্য্য তিনিই অগ্নি, যিনিই অগ্নি তিনিই কার্ত্তিকেয়, যিনিই কার্ত্তিকেয় তিনিই গণপতি; এই রূপ গৌরী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী আদি এক শক্তিরই নাম ও রূপভেদ মাত্র। শিবার্চ্চচন্দ্রিকাধৃত ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, যথা—

"যো ব্রহ্মা স হরিঃ প্রোক্তো, যো হরিঃ স মহেশ্বরঃ।
মহেশ্বরঃ স্মৃতঃ সূর্য্যঃ, সূর্য্যঃ পাবক উচ্যতে॥
পাবকঃ কার্ত্তিকেয়োঽসৌ কার্ত্তিকেয়ো বিনায়কঃ।
গৌরী লক্ষ্মীশ্চ সাবিত্রী, শক্তি ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
দেবং দেবীং সমুদ্দিশ্য, ন কুর্য্যাদন্তরং ক্বচিৎ।
তত্তদ্ভেদো ন মন্তব্যঃ, শিবশক্তিময়ং জগৎ॥"

প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্যসিদ্ধাভিন্নতাময়। ক্রিয়াভেদে অবস্থাভেদে, উপাসকের প্রকৃতিভেদে ভগবানের নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কালী ও কৃষ্ণ পদার্থ গত এক। একই পদার্থ পৃথ্বী-মণ্ডলে কালী ও বহ্নিমণ্ডলে কৃষ্ণ এইরূপ নাম ও রূপধারণ করিয়া থাকেন যথা—

"যা কালী সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ, যঃ কৃষ্ণঃ সৈব কালিকা।
কদাচিৎ পৃথিবী মধ্যে, কদাচিৎ বহ্নিমণ্ডলে।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ দেবতাত্রয় এক হইলেও পাছে মূঢ়গণ ভিন্ন বুদ্ধিতে দেখিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ

স্কন্ধেও কথিত হইয়াছে যে, যিনি তিনকে অভেদ ভাবে একমাত্র সর্ব্বভূতাত্মারূপে দর্শন করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ তত্ত্বদর্শী টীকাকার শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন যে, তিনই এক স্বরূপ, তিনেতেই এক দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যথা—

"ত্রয়াণামেকভাবানাং, যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্, স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

৪স্ক। ৭অঃ। ৫১শ্লোকঃ।

স্বামিকৃত টীকা, যথা—"তস্মাদেবমৈক্যং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ ত্রয়াণামেকো ভাবঃ স্বরূপং যেষাং"।

ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে পঞ্চোপাস্য দেবতার মধ্যে যিনি যেরূপ ও যে নামেই উপাসনা করুন না কেন, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন। মহাদেব বলিয়াছেন, "যাহারা যে ভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা সেই ভাবেই ফল লাভ করিয়া থাকে" যোগিনী তন্ত্রে। যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তে তথা ফল ভাগিনঃ।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়া ছিলেন যে, যাহারা যে রূপে আমার শরণাগত হয় আমি সেইরূপেই তাহাদের ইষ্ট সাধন করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ যে পন্থাই অবলম্বন করুক না কেন, সকলে আমারই দিকে আসিয়া থাকে। ভগবদ্গীতা। যথা—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অতএব সাধকগণ! সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডা পরিত্যাগ কর।

এক মহাদেবের যেমন পাঁচ মুখ, সেইরূপ এক পরমাত্মারই পাঁচ বিকাশ। তুমি যে নাম ও যে মূর্ত্তিকে উপেক্ষা বা অনাস্থা করিবে, তাহাতে তাঁহাকেই—তোমার 'ইষ্টদেবতাকেই' উপেক্ষা ও অনাস্থা করা হইবে। আমি একবার দেখিয়াছিলাম যে দুইটি সহোদর শিশু পরস্পর বিবাদ করিয়া পরস্পরে বাপান্ত করিয়া গালিবর্ষণ করিতেছে। অবোধ শিশু তখনও জানে না যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে (সহোদর ভ্রাতাকে) বাপান্ত করিলে আপনাকেই বাপান্ত করা হয়। অতএব সাধক! সকলেই এক পরমাত্মার উপাসক হইয়া সহোদরদ্বয়ের মত, বৈষ্ণব হইয়া শক্তি ও শিবকে বা শাক্ত ও শৈবকে, অথবা শাক্ত বা শৈব হইয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবকে গালিবর্ষণ বা উপহাস করিয়া স্বয়ং লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ হইও না, এবং আপনার অনিষ্ট সাধন করিও না। সকল বিবাদ মিটাইয়া, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পাঁচকে এক ভাবিয়া ও পাঁচে এক হইয়া আসুন সকলে হরিহরাত্মক স্তোত্র পাঠ করি।

হরিহরাত্মক স্তোত্রং।

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে।
দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১ ॥
গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ
বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাব্জপাণে।

ভূতেশ খণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ২ ॥
বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে
গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড়।
নারায়ণাসুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৩ ॥
মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো
শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শৌরে।
ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৪ ॥
লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য
শ্রীকণ্ঠ দিগ্‌বসন শান্ত পিনাকপাণে।
আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৫ ॥
সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেবদেব
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে।
ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৬ ॥
শ্রীরাম রাঘব রমেশ্বর রাবণারে
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ।
চাণূরমর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৭ ॥

শূলিন্ গিরীশ রজনীশকলাবতংস
কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ।
ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি। ৮
গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো
কর্পূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র।
গোবর্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরীণ গোপ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৯ ॥
স্থাণো ত্রিলোচন পিণাকধর স্মরারে
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে।
বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্র জটাকলাপ
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০ ॥
অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং
সন্দর্ভিতাং ললিত রত্নকদম্বকেন।
সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥ ১১ ॥

আসুন, আরও একটি স্তোত্র পাঠ করিয়া মনের সংশয় নিবারণ করি।

নমস্তে নিত্যরূপায়, বিশ্ব-বীজ! সনাতন!
নমঃ সর্ব্বস্বরূপায়, প্রধান পুরুষাত্মনে
বিশাল বিশ্বরূপস্ত্বং, কারণানাঞ্চ কারণং।
নমস্তেস্তু জগন্নাথ!, মম নাথ! মম প্রভো!

ত্বং হি শেষ স্ত্বং নিরাদি, স্ত্বং সর্ব্বব্যাপকঃ প্রভুঃ।
ত্বং কায় স্ত্বং তথাচ্ছায়া, যোগমায়া ত্বমেব হি।
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা তৃপ্তি, স্ত্বং হোম স্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং জীবস্ত্বং শিবশ্চৈব, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

ত্বং হি শক্তি স্ত্বং হি ভক্তি, ভুক্তি মুক্তিস্ত্বমেবহি।
ত্বং হি মাতা পিতা ত্বং হি, ত্বং ভ্রাতা ভগিনী তথা।
ত্বং শরণ্য স্ত্বং বরেণ্যো, নেতি নেতীতি বিশ্রুতঃ।
নাহং জানামি পূজান্তে, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং, ত্বং নানারূপ ধারকঃ।
ত্বমনাদ্যা মহাবিদ্যা, ব্রহ্মাদ্যাস্তে বিভূতয়ঃ।
ত্বং করালী মহাকালী, মুণ্ডমালিনি শূলিনি।
হরস্ত্বং হি হরিস্ত্বঞ্চ, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

গণেশো গাণপত্যানাং, সৌরাণাস্ত্বং হি ভাস্করঃ।
শাক্তানাং শক্তিরাদ্যাচ, শৈবানাঞ্চ সদাশিবঃ।
বৈষ্ণবানাং মহাবিষ্ণু, রাত্মরূপোঽসি যোগিনাং।
জ্ঞানিনাং সর্ব্বরূপস্ত্বং, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

কূর্ম্মো মীনো বরাহস্ত্বং, নৃসিংহ রূপ ধারকঃ
বামনো জামদগ্ন্যশ্চ, শ্রীরামো রাবণান্তকঃ

বুদ্ধস্ত্বং বলরামশ্চ, দুর্জ্জনানাং ভয়ঙ্করঃ।
কল্কিশ্চ পাপিনাং হন্তা, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

ত্বং হি কাশীশ্বরো দেব, বৃন্দাবন-বিহারকঃ।
ত্বং তারা ছিন্নমস্তা চ, ভৈরবী ভৈরবস্তথা।
পরমার্থদ তীর্থঞ্চ, ত্বং সিদ্ধিঃ শুদ্ধিরেবচ।
তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যস্ত্বং, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

ত্বমেক স্ত্বমনেকশ্চ, ত্বং সূক্ষ্মঃ স্থূল এব চ।
সুতীব্র ভক্তি গম্যস্ত্বং, দেবানামপি দুর্লভঃ।
ক্ষমস্ব পাপরাশিং মে, মনোবাগ্‌দেহ-সম্ভবং।
দেহি মে বিমলাম্ভক্তিং, ত্বাং নমামি জগৎ-প্রভো!

—o—

পরিব্রাজক সম্প্রোক্তং, স্তোত্রমেতৎ পঠেত্তু যঃ।
সেহাক্ষয়ং পরমানন্দ, মাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ।

—o—

সঙ্গীত।

বাউলের সুর।

(যথা—বল্ মাধাই মধুর স্বরে)

মন্ করিস্ নে গণ্ডগোল।

একবার মিটিয়ে সন্দ, মনের দ্বন্দ্ব, আনন্দে বল্ হরিবোল॥
ওরে পাঁচ হাওয়া পাঁচ ছাওয়া ঘরে, পাঁচ ভূতে তুলেছে রোল
যদি পাঁচ পাঁচে পঁচিশের মানুষ দেখ্‌বি তবে দুয়ার-খোল॥

ছেড়ে খুঁটি নাটি ময়লা মাটি মন্‌টা খাটি করে তোল।
দেখ্ পাঁচ পথে এক রঙের মানুষ ক'র্‌তেছে লীলা কেবল॥
ওরে, কালো ধলো যত বল পুরুষ মেয়ে সেই সকল।
নানা বুলি বাজায় ঢুলি বাজে কিন্তু একই ঢোল॥
ওরে, পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে ঠারে ঠোরে বোঝ্ পাগল।
পরিব্রাজক বলে পাঁচ রূপে এক আলো করে রঙ্ মহল॥

—o—

৩

পঞ্চ মকার।

পঞ্চ উপাসনা-তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চ মকারের কথাও লিখিত হইয়াছে। অধিকার ভেদে ইহার ব্যবহারভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। সরল নীতি শাস্ত্রের সঙ্গে গুহ্য সাধন প্রণালীর সময়ে সময়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। উচ্চ সাধনাধিকারীর কার্য্যের সঙ্গে এক জন নিম্নাধিকারীর আচার ব্যবহারের ঐকমত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্ত্রের পঞ্চ তত্ত্ব লইয়া কত লোকে হয়ত তান্ত্রিক সাধক-গণকে উপহাস করিয়া থাকেন। লোকে বলিলে বলিতে পারে, যে এই সকল যদি ধর্ম্ম হয় তবে অধর্ম্ম আর কাহাকে বলে? বর্ণ আশ্রম ও সাধনার ভেদে এমন অনেক অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা একের পক্ষে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ, তাহাই আবার অন্যের পক্ষে বিহিত ও বিশুদ্ধ। সুতরাং সাধন ধর্ম্মের আচার ব্যবহার শাস্ত্রানুরূপ হইলে তোমার আমার ভালই লাগুক আর নাই লাগুক, তাহাকে নিন্দা করিতে নাই। পঞ্চ মকারের অনধি-কারী সাধকগণ নিষিদ্ধাচার জন্য নিরয়গামী হইলেও পঞ্চ মকার কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না। তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ভেদে ইহার ব্যবহারভেদ আছে। স্থূলদর্শীর চক্ষে তন্ত্রের ব্যবহার আসুরিক, কদর্য্য ও হেয় হইলেও সাধকেন্দ্রদিগের নিকট ইহা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়। প্রয়োগের গুণে গরল হইতে অমৃতের ফল লাভ করা যায়। পঞ্চ মকারকে আমরা যে কদর্য্য মনে করিব

একথা জগন্মাতা জানিয়া শুনিয়াই সকলের সংশয় নিরসনার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জগদ্‌গুরু সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবকে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আগম সার হইতে সেই গুপ্ত রহস্য সাধারণের বিদিতার্থ আমরা অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম।

মদ্য।

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু, ব্রহ্ম রন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময় স্তাং যঃ, স এব মদ্য সাধকঃ॥"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারার নাম মদ্য। যে সাধকেন্দ্র পুরুষ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রৎ করিয়া সুষুম্না মার্গে ষট্‌চক্রভেদ পূর্ব্বক সহস্রদল কমল হইতে ক্ষরিত ঐ সুধা পান করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই মদ্যসাধক।

মাংস।

"মাশব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া, তদংসান্ রসনং প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি, স এব মাংস সাধকঃ॥"

হে প্রিয়ে! মা শব্দে জিহ্বা ও অংস অর্থাৎ জিহ্বার অংশ = বাক্য; হে দেবি যে সাধক এই মাংস ভোজন করেন অর্থাৎ যিনি বাক্-সংযমী বা মৌনী, তিনিই মাংস সাধক। কেহ কেহ বলেন "অংস" শব্দের সকার দন্ত্য না হইয়া তালব্য হইবে। আমরা বলি শব্দ কল্পদ্রুম খুলিয়া দেখুন যে "অংশ" ও "অংস" দুই শব্দই একার্থ বাচক ও শুদ্ধ।

মৎস্য।

"গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে, মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স এব মৎস্য সাধকঃ॥"

গঙ্গা ও যমুনা অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে শ্বাস ও প্রশ্বাস রূপী যে দুই মৎস্য বিচরণ করিতেছে, সেই মৎস্যদ্বয়কে যিনি ভক্ষণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি বায়ু নিরোধপূর্ব্বক সর্ব্বদা সমাধি করিয়া থাকেন, তিনিই মৎস্য সাধক।

মুদ্রা।

"সহস্রারে মহাপদ্মে, কর্ণিকা মুদ্রিতা চ যৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি!, কেবলং পারদোপমং॥
"সূর্য্য কোটি প্রতীকাশং, চন্দ্র কোটি সুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ, মহা কুণ্ডলিনী-যুতং॥
যস্য জ্ঞানোদয় স্তত্র, মুদ্রা-সাধক উচ্যতে॥"

হে দেবেশি! সহস্রার-মহাকমলে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে আত্মা কেবল পারদের ন্যায় নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার তেজ কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি যুক্ত এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ও মনোহর। সেই মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত আত্মাকে যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই মুদ্রা-সাধক।

মৈথুন।

"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং, সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি, র্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ, কুণ্ড মধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারো বিন্দুরূপশ্চ, মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারো হংসমারুহ্য, একতাচ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং, ব্রহ্ম জ্ঞানং সুদুর্লভং॥
আত্মনি রমতে যস্মা, দাত্মারামস্তদুচ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডং জায়তে যস্মাৎ, তস্মাদ্ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতং॥
অতএব রামনাম, তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং।
মৃত্যুকালে মহেশানি! স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্ব কর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য, স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং, তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং, তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং॥
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং, জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি! সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং, চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনং শীতকারং, নৈবেদ্য মুপলেপনং॥
জপনং রমণং প্রোক্তং, রেতঃপাতশ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং, মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥”

মৈথুন পরম গুহ্যতত্ত্ব, কেননা ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। ইহা দ্বারা সিদ্ধি ও সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কুণ্ডমধ্যে কুঙ্কুমবর্ণযুক্ত রেফ এবং বিন্দুরূপ মকার মহাযোনিতে স্থিতি করিতেছে। হংসেতে আরোহণ করিয়া আকার যখন একীভূত হইয়া যায় তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ উৎপন্ন হয়।

আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া তিনি 'আত্মারাম' এবং তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এজন্য তিনি 'ব্রহ্ম' বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। রাম নামই তারকব্রহ্ম-নাম, হে মহেশানি! মরণ কালে "রাম" এই অক্ষর দ্বয় স্মরণ করিলে জীব সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়। এই মৈথুন তত্ত্ব তোমার স্নেহানু-রোধেই প্রকাশ করিলাম। ইহা পরম গুহ্য, তত্ত্ব জ্ঞানের হেতু-ভূত, সর্ব্ব পূজাময় ও জপাদির ফলপ্রদ। হে দেবি! ষড়ঙ্গ-পূজার অনুষ্ঠান করিলে সকল মন্ত্রই প্রসন্ন হয়। ষড়ঙ্গ, যথা—ন্যাস = আলিঙ্গন, ধ্যান = চুম্বন, আবাহন = শীতকার, নৈবেদ্য, উপলেপন, রমণ = জপ এবং দক্ষিণা রেতঃপাত। হে শিবে! এ সকল কথা অতীব গোপনীয়, কেননা ইহা আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক।

আগম সারে সত্ত্বগুণী সাধক দিগের জন্য এইরূপে পঞ্চতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তামস বা আসুর প্রকৃতি থাকিতে মনুষ্যগণ সাধারণতঃ মদ্য, মাংস, মৈথুনাদি প্রিয় হয়েন। তাঁহারা তো ভোগ বিলাসার্থ এতাবৎ প্রচুর পরিমাণে সেবন করিয়াই থাকেন, কিন্তু গুরু যখন তাঁহাদিগকে মহাদেবীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তখন হইতে তাঁহারা প্রথমে সে গুলি ত্রিগুণতারিণী ভব ভাবিনীর প্রীত্যর্থ নিবেদন করিয়া তৎপরে তাঁহার প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় ও সিদ্ধ মন্ত্রের গুণে পূজার উদ্দেশে এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ তামস ও রাজস প্রকৃতি বিনষ্ট হয়, চিত্তশুদ্ধ হইয়া যায়, অবশেষে সাধক

সত্বগুণী হইয়া পরমানন্দ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল লোক বিলাস বাসনায় মদ্যপান, মৎস্য, মাংস আহার এবং রমণী সম্ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের গতি অন্যান্য মাতাল ও লম্পটের অসদ্‌গতিরই অনুসরণ করে।

—o—

যতি পঞ্চক।

"মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা,
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা ॥" ১ ॥

মনের বহির্বিষয়িণী গতি, রতি, মতি, স্মৃতি, ধৃতি আদি কোন ক্রিয়াই যখন থাকে না, অর্থাৎ মন যখন নিরুদ্ধ ও নিস্তরঙ্গ হয়, সাধকের সেই অবস্থারই নাম শান্তি। শান্তিই তীর্থ-প্রধান মণিকর্ণিকা এবং ব্রহ্ম ব্যতীত নাম-রূপময় জগৎ অসৎ ও মায়াবিকল্পিত, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই বিমল ও আদি গঙ্গা। ঈদৃশ মণিকর্ণিকা ও গঙ্গা সহিত আমি সৎ + চিৎ + আনন্দ স্বরূপ, এইরূপ আত্মজ্ঞানই কাশীধাম।

"যস্যামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালম্,
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎ সুখৈকা জগদাত্মরূপা,*
সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা ॥" ২ ॥

মনের বিলাসক্ষেত্র বা ভোগ ভূমি স্বরূপ এই সচরাচর জগৎ যাহার মায়িক কল্পনায় ইন্দ্রজালবৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সৎ, চিৎ, আনন্দ এক ও জগদাত্মরূপই আমি, ইত্যাকার আত্মবোধই কাশীধাম।

---

* পরমাত্মরূপা ইতি পাঠান্তরম্।

"কোষেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা,
বুদ্ধির্ভবানী প্রতি দেহ গেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা,
সা কাশিকাহম্ নিজবোধরূপা ॥" ৩ ॥

বাহ্য কাশীধাম যেমন পঞ্চক্রোশী, অধ্যাত্ম কাশীধামও সেইরূপ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ যুক্ত। বাহ্য কাশীক্ষেত্রে যেমন অন্নপূর্ণা দেবী ও বিশ্বনাথ বিরাজ করিতেছেন, সেইরূপ অধ্যাত্ম-কাশী পুরীতেও প্রতি দেহ-রূপ-গৃহে নির্ম্মলা বুদ্ধিরূপিণী ভগবতী এবং সর্ব্ব-গতান্তরাত্মা সাক্ষিস্বরূপ মহাদেব বিরাজমান আছেন; এইরূপ নিজ আত্ম-বোধই কাশীধাম।

"কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন, তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥" ৪ ॥

কার্য্য (নিষ্কাম কর্ম্ম অথবা যাহার দ্বারা জীব বন্ধন দশা-গ্রস্ত না হয়) কাশী (প্রকাশ শক্তি বা জ্ঞান) কে প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং এই কাশীই (জ্ঞানই) সমস্তকে (ব্রহ্মকে) প্রকাশ করিয়া দেয়। যিনি এইরূপ কাশী (আত্মবোধ) বিদিত হইয়াছেন তিনিই কাশী (স্বস্বরূপ) লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনিই কাশীতে মরিয়া শিব হইয়াছেন।

কাশীক্ষেত্রং শরীরং, ত্রিভুবনজননী, ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং, নিজ গুরুচরণ, ধ্যান-যোগঃ প্রয়াগঃ।

বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ, সকল জন মনঃ,-সাক্ষি ভূতোঽন্তরাত্মা।
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে, যদি বসতি পুন, স্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫ ॥

স্থূল শরীরই কাশীক্ষেত্র, কেননা, ইহারই মধ্যে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার দর্শন হয়, এবং এইখানে প্রাণত্যাগ বা প্রাণবায়ুর লয় করিলে জীবের শিবত্ব হয়। একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বব্যাপিনী ও ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা, কেননা জ্ঞান প্রভাবে জন্মজন্মান্তর-কৃত পাতক-রাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তি ও শ্রদ্ধাই গয়াতীর্থ, কেননা ভগবদ্ভক্তি ও শ্রদ্ধার গুণে জীবের কুল ও পিতৃলোক পবিত্র হয়। নিজ গুরুচরণের ধ্যানই প্রয়াগ তীর্থ। প্রয়াগে যেমন গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম, সেইরূপ গুরুচরণ-ধ্যানযুক্ত-পুরুষেও নিজ নিষ্ঠা, গুরুকৃপা ও ভগবৎকৃপার একত্র সমাগম হয়। সরস্বতীর প্রবাহ যেমন লোক-লোচনের অগোচর, ভগবৎ-কৃপাও সেইরূপ গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপ, কূটস্থ চৈতন্যই বিশ্বনাথ। আমার শরীর মধ্যে যদি সমস্ত তীর্থ বাস করিতেছে, তবে আবার অন্য তীর্থে গমন করিবার প্রয়োজন কি?

যাঁহাদিগের আত্মবোধের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের তীর্থাটনের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু ভোগাসক্ত বিষয়িগণের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তীর্থসেবা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কথায় জ্ঞানী না হইয়া যিনি কার্য্যে জ্ঞানী হইতে চাহেন, তীর্থ দর্শন করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

—o—

সাধন পঞ্চক।

(সন্ন্যাসী শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ)

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং, কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাম্।
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ, কামে মতিস্ত্যজ্যতাম্॥
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে, দোষোঽনুসন্ধীয়তাম্
আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ, তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥

নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্ম সকল সুচারুরূপে অনুষ্ঠান কর, তত্ত্বাবতের দ্বারা নিজ আত্মাতে পরমেশ্বরের সত্তানুভব কর, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দাও, সংসার-সুখের অনিত্যতাদি দোষের অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানের পরিচর্য্যা কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হও অথবা নিজ দেহরূপ গৃহ হইতে আত্মাকে শীঘ্র স্বতন্ত্র ভাবে দর্শন কর। ১।

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো, ভক্তির্দ্দৃঢ়া ধীয়তাম।
শাস্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং, কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্॥
সদ্বিদ্যো হ্যুপসর্য্যতাং প্রতিদিনং, তৎপাদুকা সেব্যতাম্।
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরো, বাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥ ২॥

সাধুদিগের সহিত সহবাস কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির সংযোগ কর, শান্তি, তিতিক্ষা, ধৃতি, উপরতি আদির আশ্রয়

গ্রহণ করিতে প্রযত্নবান্ হও, সংসার-পাশ-রূপ সকাম কর্ম্ম-সকলকে আশু বিসর্জ্জন দাও, সদ্বিদ্যাবান্ পুরুষের উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাদুকার পরিষেবণ কর, একাক্ষর পরমব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্ত বাক্যের অর্থ গ্রহণ কর। ২।

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ, পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্।
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমত, স্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্॥
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতাম্ অহরহ, গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্।
দেহেঽহম্মতি রুজ্‌ঝ্যতাং বুধজনৈ, র্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্॥৩॥

অনন্তর, পরিজ্ঞাত অর্থ সকল দার্শনিক উপপত্তি দ্বারা বিচার কর, বেদান্তপ্রতিপাদিত পদার্থের পক্ষাবলম্বন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, বেদানুকূল তর্কের তত্ত্বানুসন্ধান কর, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদ বুদ্ধি দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাত্ম-চিন্তন কর, গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্ম-গণের সহিত বাগ্বিবাদ বুদ্ধি বর্জ্জন কর॥ ৩॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং, ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্।
স্বাদ্বন্নং নতু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ, প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্॥
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং নতু বৃথা, বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্।
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা,-নৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৪॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষা রূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের প্রার্থনা পরিত্যাগ কর, দৈবলব্ধ বস্তু পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ কর, শীতোষ্ণাদি জন্য কষ্টসহিষ্ণু হইতে শিক্ষা কর, বৃথাবাক্য-কথন পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবদ্বিষয়েই

ঔদাসীন্য বাসনা কর এবং লোকের প্রতি সকরুণ ও কঠোর, এই উভয় ভাবই পরিহার কর ॥ ৪ ॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে, চেতঃ সমাধীয়তাম্।
পূর্ণাত্মা সুখমীক্ষ্যতাং জগদিদং, তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্ ॥
প্রাক্ কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলা, ন্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাং।
প্রারব্ধন্ত্বিহ ভুজ্যতামথ পর,-ব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

নির্জ্জন প্রদেশে সুখে নিবাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, পূর্ণাত্মার সূক্ষ্ম বিচারণা কর, তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন ইহা দর্শন কর, জ্ঞানবলে, সঞ্চিত অদৃষ্ট বিনষ্ট কর, ভবিষ্যতে অদৃষ্ট সঞ্চয়ে অসংশ্লিষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর, অবিচলিতচিত্তে আপনার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল মাত্র ভোগ কর, এবং পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি কর ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং, পঠতে মনুষ্যঃ
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং, স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতি-দবা,-নলতীব্র-ঘোর-
তাপঃ প্রশান্তি মুপযাতি চিতি-প্রসাদাৎ ॥

যিনি প্রতিদিন এই শ্লোক পঞ্চক পাঠ এবং সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে ইহার অর্থ চিন্তন করেন, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান-প্রসাদে শীঘ্রই তাঁহার সংসাররূপ দাবানলের তীব্র তাপ প্রশমিত হইয়া যায়।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

দেবসমন্বয়।

(পরিব্রাজকের সঙ্গীত হইতে উদ্ধৃত)

(১)

বাউলের সুর-গড়খেমটা।

কেবা জানে "মা" আমার মাতা কি পিতা।
চিন্‌তে পারিনা মা যে চিন্তাতীতা॥
(চৈতন্যরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা)॥
পুরাণ দর্শন তন্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি বেদ মন্ত্র,
যাগ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র, স্তম্ভিত গীতা।
প্রকৃতি কেউ বলে মাকে, কেউ পুরুষ ব'লে ডাকে,
কেউ মায়াতে ভাবে তাঁকে, শিব-বনিতা।
কেউ বলে মা রণকালী, কেউ বলে বা বনমালী,
কেউ বলে মা দশভুজা, গিরি-দুহিতা।
এ সকলই মায়ের মায়া, যতরূপ সব মায়ের ছায়া,
মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়া, বুঝিবে কে তা।
মা নহে পুরুষ মেয়ে, নাহি জন্ম মরণ বিয়ে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়ে, এই সার কথা।
পরিব্রাজকের মা যে, বিরাজে আদ্যন্ত মাঝে,
"মা" বিনা মা কারও নহে, সুতা বনিতা॥

---

(২)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে।

তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে ॥

অন্নপূর্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,

কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ;—

ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণুরূপ, সৃজন লয় পালনে ॥

তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি,

তুমি স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি ;—

তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥

তুমি জগতের মাতা, যোগি-জনানুগতা,

অনুগত জনের কৃপা-কল্পলতা ;—

তোমায় মা ব'লে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তগণে ॥

দুঃখ দৈন্য হারিণী, চৈতন্য কারিণী,

আমি অন্য কিছু চাইনা ভিন্ন চরণ দুখানি ;—

প্রেম সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥

পরিব্রাজক ভিখারি, সাধ মনেতে ভারি,

মধুর হাসিমাখা মায়ের মুখখানি হেরি ;—

ব'সে মায়ের কোলে, মা মা ব'লে নাচিব যোগধ্যানে ॥

—০—

(৩)

রাগিণী বিভাস—আড়া ঠেকা।

নমস্তে মা অন্নপূর্ণে, নমঃ শিব পশুপতে।

নমো রাম দাশরথি নমো জনক দুহিতে ॥*

* গীতানুরোধে।

নমো নমো বংশীধারী, শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী,
প্রেমময়ী রাসেশ্বরী, নমো বৃষভানুসুতে ॥
এক ছিলে বহু হ'লে যুগে যুগে দেখা দিলে,
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইলে, রূপ ধরিলে—
কভু কায়া কভু ছায়া, কভু পুরুষ নারী কায়া,
কে বুঝিবে তব মায়া, অবতীর্ণ অবনীতে।
যে ভাবে যে জন মজে, যেরূপে যে জন ভজে,
দেখা দাও তায় তেমনি সাজে, হৃদয় মাঝে—
তাই তোমার নাম দীন-সখা, মা রূপে তাই দাও মা দেখা,
বহু হ'য়েও হও হে একা, তত্ত্বমসি বেদের মতে ॥
মূল মধ্য অন্ত তুমি, তবু ভাবি আছি "আমি",
এ "আমি" মরিলে তবে, যায় "তুমি"—"আমি"—
নিজ শক্তি সঞ্চারিয়ে, ভেদ বুদ্ধি দাও ঘুচায়ে,
জলবিম্ব জলাশয়ে পরিব্রাজকেন স্তুতে !

—o—

(৪)

কীর্ত্তন ভাঙ্গাসুর—তাল খয়রা।

(সুর— প্রাণপিঞ্জরের পাখী গাওনারে)

কুঞ্জ কাননে কে ও কামিনী (হৃদি)।
চিদ্‌ঘন-কৃষ্ণ-কাদম্বিনী কোলে খেলিছে সৌদামিনী।
(চিদ্‌ঘনের কোলে খেলিছে রূপ দামিনী)
কিবা মধুর মূরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতি,
দেখে সরমে মরমে মরে মন্মথ রতি ;—
যেন কোটী চাঁদ নিংড়ানো সুধা (ও তার) মাখা মুখখানি।

রূপের নাহিকো সীমা, প্রেমের কনক প্রতিমা,
আবার শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা ;—
তখন অসি বাঁশী ভেদ থাকেনা, বনমালী মুণ্ডমালিনী।
রূপের নাই যে আদি শেষ, এরূপ স্বরূপের বিশেষ,
যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ ;—
এইরূপ-সাগরে ডুব্‌লে পরে মিটে নাম রূপের ঢেউ আপনি।
পরিব্রাজক বলে মন, হও এই বেলা চেতন,
ওরে চৈতন্যে চৈতন্যময়ী কর দরশন ;—
ওযে চেতন জলের ফুটন্ত ফুল, লোকে তাই বলে "কমলিনী" ॥

———o———

(৫)

নাম মাহাত্ম্য।

(সুর—বিরাজো মা হৃদ্‌কমলাসনে")

আছে নিগূঢ় তত্ত্ব নাম মাহাত্ম্য শাস্ত্রবিচারে।
ওমা, তুই বড় কি নাম বড় তোর দেখ্‌বো
তা মা এইবারে ॥

১। তব তত্ত্ব কে জানে, যোগী মত্ত যোগ ধ্যানে,
রজঃ সত্ত্ব তমো গুণ অনুসার পূজে সব জনে ;
জ্ঞানী জ্ঞানবিচারে গায় তোমারে সত্তারূপ
সব আধারে ॥

২। তোমার মায়ার কারখানা, নানা মুনির মত নানা,
তুমি অস্তি-নাস্তির বহিস্থ মা কেউ তা জানেনা ;
তুমি যা হও তা হও, হও বা না হও,
নাম তোমার ত্রিসংসারে ॥

৩। ওমা কতই তোমার নাম, কালী কৃষ্ণ শিব রাম,
তোমায় যে ডাকে যে নাম ধ'রে তার পূরাও মনস্কাম ;
তোমার নামের গুণে ধ্রুব, প্রহ্লাদ,
শ্রীমন্ত পায় তোমারে ॥

৪। নামে কি শক্তি আছে, ভক্তি ফিরে তার পাছে,
জ্ঞান যুক্তি ভুক্তি মুক্তি রয় কাছে কাছে ;
হয় ভয় বিমোচন পলায় শমন,
তোমার নামের হুঙ্কারে ॥

৫। নামের মহিমা ভারি, কিছুই বুঝিতে নারি,
নিলে নামের শরণ দাও মা চরণ যাই বলিহারি,
পরিব্রাজকে দিলে দরশন বিপদ্ অন্ধকারে ॥
(ও দীনদয়াময়ী মা) (বিষম)

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

(পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-প্রণীত গ্রন্থসমূহের আয় কাশী যোগাশ্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী মাতার সেবার্থ অর্পিত হইয়াছে।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থ সংস্করণ

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত গীতার এই চতুর্থ সংস্করণও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় কর্ত্তৃক অতীব আগ্রহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এবারে গীতার মূল, শাঙ্কর-ভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ও পরিব্রাজক শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীজীর **গীতার্থসন্দীপনী** নাম্নী বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা আরও বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকন্তু ভাষ্য টীকাদিতে উদ্ধৃত শ্রুতি-প্রমাণ গুলিরও সুখবোধ নিমিত্ত উপনিষৎ প্রভৃতির নাম ও অধ্যায়, এবং শ্লোকাদির সংখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য ইহা যে বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর এবং সংস্কৃত-বিদ্যার্থিগণেরও আদরণীয় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বঙ্গানুবাদও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় "গীতার্থ-সন্দীপনীর" ন্যায় সুললিত ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা আর কোন গীতাতেই নাই। এমন উপাদেয় ও মর্ম্মার্থপূর্ণ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যমথিত সাধনানুকূল ব্যাখ্যা একমাত্র পরিব্রাজকের গীতাতেই

দেখিতে পাইবেন। পরিব্রাজকের গীতার্থ-সন্দীপনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে আর নাই, পূর্ব্বাপর এরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিতই রহিয়াছে। গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠে পুণ্যাত্মা পাঠকবর্গের হৃদয়ে যে গীতার কত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষাবিৎ পাঠকমাত্রই জানেন; সুতরাং নূতন করিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহার ভাব রচনা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্বরত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।"

এই গীতার সুবিস্তৃত সূচীপত্রে অকারাদিক্রমে সমস্ত শ্লোক ও শব্দের সূচী এরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে কোন শ্লোক ও শব্দের অর্থই অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক যে বিশদ বিষয়-সূচী প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে একবার দৃষ্টিপাত মাত্রই গীতোক্ত উপদেশের সার সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইবে। গীতা সম্বন্ধীয় যে কোন দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, এই বিষয়-সূচীরপ্রতি দৃষ্টিকরিলেই তাহার সদুত্তর পাইবেন। আবার বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধার জন্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ যে অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র (সংস্কৃত না জানিলেও) সকলেই গীতার মূল শ্লোকের প্রত্যেক শব্দের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

গীতার পাঠক্রম, গীতামাহাত্ম্যেরমূল ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত-জীবনী ও হাফটোন চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে পুস্তকের কলেবর আট শত পৃষ্ঠারও অধিক হইয়া পড়িলেও, মূল্য পূর্ব্ববৎ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ৪৲ চারি টাকাই নির্দ্দিষ্ট আছে। ডাকে লইলে ৪৷৹ টাকা।

পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

(প্রথম খণ্ড)

যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্মসমাজের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, যাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র পাষাণহৃদয়ও বিগলিত, কত অপথ কুপথগামীও সুপথে আনীত, যাঁহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় একসময়ে পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গের সেই প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীজীর অমূল্যবাণী চিরস্থায়িনী করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের বক্তৃতা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। স্যার্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।" এই বক্তৃতার জীর্ণ কঙ্কালমাত্র দেখিয়া বঙ্গবাসীও একদিন বলিয়াছিলেন —"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই মোহনকান্তি মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী মধুধারা যিনি শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়াছেন, তিনি ইহার মর্ম্ম আপনি বুঝিয়া লইবেন।" মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, ভিঃ পি ডাকে ১৶০ আনা পড়িবে।

☞ পরিব্রাজকের বক্তৃতা—দ্বিতীয় খণ্ড, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি।

বঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের উদ্বোধনকালে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমস্ত উত্তমোত্তম প্রবন্ধ লিখিতেন, যাহার সুন্দর সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষা সাহিত্যজগতে অতুলনীয়, তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্মের সেবাদ্বারা শান্তিতে সমাজের উন্নতি করিতে হয়, তাহা এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। চারি শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ—মানব-গ্রন্থ, জাতীয় প্রকৃতি, নীতি-শিক্ষা, ধর্ম্ম-সাধনের প্রয়োজন, দুর্গোৎসব, রাম-লীলা, জীবের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি প্রবন্ধমালা একবার পাঠ করিলেই উহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৷৷৹ বার আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৷৵৹ আনা পড়িবে।

☞ 'বক্তৃতা' ও 'পুষ্পাঞ্জলি' বিশুদ্ধ ভাব ও ভাষার আদর্শস্বরূপ, এবং ইণ্টারমিডিয়েট ও বি, এ পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ভক্তি ও ভক্ত।

(নূতন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে)

পরিব্রাজক মহোদয়ের সেই সর্ব্বজনসমাদৃত "ভক্তি ও ভক্তে"র পৃথক্ পরিচয় আর কি দিব; "ভক্তি ও ভক্ত" পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। পরিব্রাজকের ভক্তিরসামৃত পাঠ করিলে কেহই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত এই ভক্তিগ্রন্থখানি ধর্ম্ম-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের এরূপ সুমধুর বিশদ

ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আর নাই। ভক্তচরিত গুলি পাঠ কালে সত্য সত্যই মরুভূমিসদৃশশুষ্কহৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ বহিয়া থাকে। এই সংস্করণে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত আরও একটী ভক্তচরিত এবং তাঁহার প্রণীত কলিকালের সার সম্বল "হরের্নামৈব কেবলম্" ভক্তি ও ভক্তের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকন্তু গ্রন্থারম্ভে বিস্তৃত সূচী এবং সকলের সুখবোধার্থ ভক্তিসূত্র ও ভক্তচরিতমালার সরল ও সরস আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তৎসহ পরিব্রাজক মহোদয়ের "বিজ্ঞাপনী" হইতে "নিরুদ্দেশ ও পরিচয়" ও উদ্ধৃত হইল। আশা করি, এইবার পরিব্রাজক প্রণীত "ভক্তি ও ভক্ত" বঙ্গের গৃহে গৃহে শোভা পাইবে। বিষয় সমাবেশের অনেক বৃদ্ধি হইলেও মূল্য মাত্র ॥৵০ নির্দ্ধারিত হইল ; ভিঃ পিঃ ডাকে ৸০ বার আনা।

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

(পঞ্চম সংস্করণ—দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত)

পরিব্রাজকের সঙ্গীতের কোন পরিচয় দিবার আর আবশ্যকতা নাই। পরিব্রাজক রচিত—'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী', 'হরি-নামামৃতপান কর সবে ভাই', 'মন করিস্‌নে গণ্ডগোল', 'বিরাজো মা হৃদ্‌-কমলাসনে' ইত্যাদি সঙ্গীতসকল এক্ষণে বঙ্গের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গ্রামোফোন যন্ত্রেও পরিব্রাজকের অনেকানেক সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পরিব্রাজক মহোদয়ের রচিত সমস্ত সঙ্গীত এতদিন একত্র মুদ্রিত হয় নাই। এইবার আমরা তাঁহার রচিত আগমনী গান ও শেষ জীবনের সমস্ত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। তিনি কিশোর বয়সে ভক্তিভাব ও

বৈরাগ্যের আবেশে যে শতসঙ্গীতপূর্ণ সঙ্গীতমুঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও এই সংস্করণে পরিব্রাজক সঙ্গীতের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতগুলি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল স্বরূপ; জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও ভক্তি সাধনার গভীর তত্ত্বসকল ইহাতে অতি সরলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতগুলি পড়িলে বা শুনিলে ভক্তিভাবে মন আপনি গলিয়া যায়। অধিকাংশের সুরও অতি সহজ। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের মতমতান্তরের সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ থাকায় ইহা সাধকমণ্ডলীর অতি প্রীতিকর হইয়াছে। যাঁহারা সহজে সাধনমার্গের সার কথাগুলি জানিতে চাহেন, তাঁহারা একবার পরিব্রাজকের সঙ্গীত পাঠ করুন। এবার সঙ্গীতের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হইলেও মূল্য ।৶০ আনা মাত্রই নির্দ্ধারিত হইল। ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৷০ আট আনা।

পঞ্চামৃত (নূতন বা ৩য় সংস্করণ)—পরিব্রাজক মহোদয়ের এই পুস্তকে উপাসনা সম্বন্ধীয় সমস্ত গভীর তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। ইহা একবার পাঠ করিলে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের ভাবদ্বিরোধ মিটিয়া যাইবে, শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হইবে। ইহাতে বলিদান, রাসলীলা ও পঞ্চ মকারের শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

রামহৃদয় সহিত রামগীতা (নূতন বা ২য় সংস্করণ)—পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রামগীতার ন্যায় উহার এরূপ সুন্দর ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আর নাই। অধ্যাত্মরামায়ণান্তর্গত তত্ত্বোপদেশ পূর্ণ রামহৃদয় ও রামগীতা সংক্ষেপে বেদার্থের সারসংগ্রহ স্বরূপ। সহজে জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পরিব্রাজক ব্যাখ্যাত রামহৃদয় ও রামগীতা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। অধিকন্তু এই সংস্করণে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের সুখ বোধার্থ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন

বিদ্যারত্ন কৃত সরল সংস্কৃত টীকাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

নীতিরত্নমালা (নূতন বা ৩য় সংস্করণ)—স্বধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ অতি উপাদেয় পুস্তক। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের চরিত্রগঠন জন্যই পরিব্রাজক মহোদয় এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার শুভ ফল এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে তাঁহার প্রদত্ত বালক ও যুবকগণের উপযোগী নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সার উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য পূর্ব্ববৎ ।০ চারি আনাই রহিল।

প্রবোধকৌমুদী—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক পরিব্রাজকমহোদয় সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। ইহার পত্রে পত্রে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব শোভা পাইতেছে। পাঠে যৌবনের মোহ দূরীভূত হয়। মূল্য ৵০ দুই আনা।

শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—সুবিস্তৃত বাঙ্গলা ব্যাখ্যাসহ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় (বাঙ্গলা অক্ষরে) রচিত কবিতামালা। জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ ভাবসমূহ ও যোগের গূঢ় রহস্য সুললিত ছন্দে ও মনোহর ভাষায় সুশোভিত। মহাত্মা কবীর, তুলসীদাস আদি হিন্দীকবিগণের উপদেশের ন্যায় ইহা সজ্জনমাত্রেরই কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যই এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা।

যোগ ও যোগী (নূতন বা ২য় সংস্করণ)—পরিব্রাজক প্রণীত এই পুস্তকখানি যোগশিক্ষার সোপান স্বরূপ। ইহা পাঠ করিলে যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সরল ভাবে যোগসাধনপ্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে ভূমিকায় লিখিত আছে—"যাহাতে সাধকগণ মায়াতে না ভুলিয়া

কায়াতে আকৃষ্ট হয়েন, ছায়াতে তাহারই আভাস দেওয়া হইল।” মূল্য।০ চারি আনা।

স্বপ্নতত্ত্ব (নূতন বা ২য় সংস্করণ)—স্বপ্নরাজ্যের গূঢ়-রহস্যের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় পূর্ণ। স্বপ্ন সকল যে অমূলক চিন্তা মাত্র নহে, তাহা এই পুস্তিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়। এই নূতন সংস্করণের মুদ্রণ ও কাগজ উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। মূল্য পূর্ব্ববৎ ৶০ তিন আনা মাত্র।

ষট্‌চক্র (নূতন বা ২য় সংস্করণ)—আত্মবোধের জন্য ষট্‌চক্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই পুস্তকে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত ষট্‌চক্রের সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিলে সাধনসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহই দূর হইয়া যাইবে, এবং সকলেই ষট্‌চক্রের সাধনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সন্ন্যাসী (নূতন বা ২য় সংস্করণ)—সন্ন্যাস বিষয়ক সকল তত্ত্বই এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঠে অনেক কুসংস্কার দূর হইবে। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত নিজ জন্ম-ভূমির দেবলীলা বিষয়ক অপূর্ব্ব ইতিহাস। ইহা পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে হৃদয় বিগলিত হইবে, প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

☞ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রণীত নিম্নলিখিত **চারিখানি** পুস্তক একত্রে দুই আনায় পাওয়া যায়। (ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা) (১) **মণিরত্নমালা**—সংস্কৃত মূল বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ; (২) **শ্রাদ্ধতত্ত্ব**—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা প্রতিপাদন ; (৩) **বিজ্ঞাপনী**—বিজ্ঞাপনের ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় উপদেশ ; (৪) **আগমনী**—পরিব্রাজক-রচিত সমস্ত আগমনী সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত।

স্তবমালা—নানা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ সাধকগণ কৃত অত্যুত্তম স্তোত্র কবচ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল দেবদেবীর স্তবই এই পুস্তকে পাইবেন। ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বিশ্বনাথ-আরতি ও অন্নপূর্ণা স্তুতি—মূল্য ⁄১০ অর্দ্ধ আনা। স্তবমালা লইলে এইখানি উপহার স্বরূপ পাইবেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—নিত্য পাঠের জন্য বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বিচারপ্রকাশ।

এই পুস্তকে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর গুরুদেব সিদ্ধ পরমহংস বাবা দয়ালদাসজীর জীবনী ও উপদেশবাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় স্বামী দয়ালদাসজীকে দর্শন করিয়া সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে ও স্ব-প্রণীত "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ সমস্তই এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পাঠে আদর্শ সাধু-জীবন ও বেদান্ত শাস্ত্রীয় সার মর্ম্ম এবং সন্ন্যাস ও সাধন বিষয়ক সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে বিবিধ দার্শনিক মীমাংসা, গীতার সূত্রস্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের গূঢ়ার্থ, এবং মুক্তিলাভের উপায় ও অনুষ্ঠান অতি পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে নিত্যব্যবহৃত বেদান্ত-শাস্ত্রীয় সরল সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। সাধুমুখ-নিঃসৃত এই জীবন্ত উপদেশবাণী পাঠ করিলে প্রকৃতই সাধুসঙ্গের ফল লাভ হইবে। ২০০শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵০ আনা পড়িবে।

হিতবাদী—"আমরা শ্রীমৎ দয়ালদাসস্বামী মহোদয়কে গুরুবৎ পূজা করিতাম। এ পুস্তক জিজ্ঞাসুমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।" **প্রবাসী**—"যাঁহারা নব্য বেদান্তের মত জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া উপকৃত হইবেন।" **হিন্দু পত্রিকা**—"আমরা আশা করি, বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানময় ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ এই পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ধর্ম্ম-তত্ত্বসেবী হিন্দু পাঠকগণের সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।"

জ্ঞানদীপিকা—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভক্তিসাধনানুকূল প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ। পরিব্রাজক শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধগুলিতে সাধনলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবিকাশের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে।" ডিমাই ৮ পেজী ৩৫০ **পৃষ্ঠায় পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এক্ষণে কিছু দিনের জন্য ।৵০ ছয় আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।** ডাকব্যয় ৵০ দুই আনা।

দিনচর্য্যা (২য় সংস্করণ)—হিন্দুর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি ও যোগ সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাত্রগণের চরিত্রগঠনে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"দিনচর্য্যা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয় সকল সরলভাবে বিবৃত; এরূপ গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তকাগারে থাকা উচিত।" মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

আশ্রম চতুষ্টয়—দিনচর্য্যাপ্রণেতা ও স্বনামখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মনুপ্রমুখ মহাপুরুষগণের আদেশ সকল বর্ত্তমান কালে কিরূপে

প্রতিপালিত হইতে পারে, ইহাতে তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। পুস্তকখানি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সুপাঠ্য, এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶০ আনা।

অভ্যাসযোগ।

মূল্য ॥০ আট আনা, ডাকব্যয় ৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে ॥৶০।

দিনচর্য্যা ও আশ্রমচতুষ্টয় প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। ইহাতে মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশ, গীতার নিগূঢ়ভাব, সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সুন্দর ব্যাখ্যা, দৈব ও পুরুষকারের শাস্ত্রসঙ্গত সুন্দর মীমাংসা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। মানবের মধ্যে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, অভ্যাস দ্বারা তাহা কিরূপে জাগরিত করিতে হয়, কিরূপে কদভ্যাসের প্রচণ্ড কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, এই সমস্ত উপদেশে এই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। যাঁহারা আপনাদের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থখানি একবার পাঠ করুন, নববলে, নবোৎসাহে আবার তাঁহারা অধ্যাত্ম মার্গ অনুসরণ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিবেন। কতিপয় ভক্ত ও জ্ঞানী মহাত্মাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি আরও সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

অভ্যাস-যোগ সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য।

ভারতী বলিতেছেন—(অভ্যাসযোগ) "গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

জগদ্বিখ্যাত কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত হইতে লিখিয়াছেন—

"এবারকার মেলে আমি দুইখানি বই এক সঙ্গে পাইলাম। * * * একখানি আপনার "অভ্যাস যোগ"। দুইখানিই আমার প্রবাসের বন্ধুরূপে দর্শন দিয়াছে। একটিতে আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য, আর একটিতে আমাদের দেশের সাধনা আমার সঙ্গ লইয়াছে—উভয়েতেই আমার প্রয়োজন এবং অনুরাগ।"

প্রবাসী বলিতেছেন—"সকল অধ্যায়গুলিই শাস্ত্রভিত্তি সুযুক্তি দ্বারা, সাধু মহাত্মাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত। কোথায়ও গোঁড়ামি ও অন্ধকুসংস্কারের প্রশ্রয় পায়নাই। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।"

বঙ্গদর্শন পৌষ ১৩১৯ :—"বর্ত্তমান গ্রন্থ ভূপেন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম-প্রচার গ্রন্থাবলীর" তৃতীয় গ্রন্থ। তিনি ইতিপূর্ব্বে "দিনচর্য্যায়" হিন্দুর জীবনযাপন প্রণালীর এবং "আশ্রম চতুষ্টয়ে" হিন্দুর আশ্রম ধর্ম্মের বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি হিন্দুর ঐকান্তিক সাধনার পরিচয় দিয়াছেন। * * * *। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, গ্রন্থকারের সাধু ইচ্ছা সফল হউক।

গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, আবেগময়ী এবং গ্রন্থখানি নানা বহু-মূল্য উপদেশ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। ছাপা, কাগজ ও আলোচ্য বিষয়ের তুলনায় পুস্তকের মূল্য অতি যৎসামান্য।

শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ।

(পরিবর্দ্ধিতাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।)

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য কিরূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হয়, মোহ মলিনতার সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক কিরূপে আত্ম-বিশুদ্ধি লাভ করা যায়, সংসারের আবিল স্রোতের মধ্য দিয়াও শুদ্ধ সত্ত্ব-ময় পথে কিরূপে চলিতে হয়, তদ্বিষয়ক উপদেশসমূহ এই গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য কি, নির্ভরশীলতার সহিত কিরূপে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা প্রয়োজন, দ্বন্দ্বপূর্ণ সংসার-সংগ্রামে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক কিরূপে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে হয়, দুঃখ বেদনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপে শাশ্বতী শান্তি লাভ করা যায়, আর্য্য ঋষিগণের সেই সমস্ত উপদেশ "শান্তিপথে" বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। জীবনের লক্ষ্য, আত্মার স্বরূপ, সংসার-বন্ধনের হেতু, বিমুক্তির উপায়, সম্যক্ মার্গ ও সাধনা, আদি বিষয় সমূহ "শান্তিপথ ও ধ্যানযোগে" সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষৎ, গীতা ও যোগদর্শনাদিতে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এবং তদনুকূল সাধনাঙ্গ সমূহের যে সমস্ত সুগভীর উপদেশ রাশি নিহিত আছে, তাহা অতি সরল ভাবে সকলের অনুষ্ঠানের যোগ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে।

হিতবাদী বলেন :—"শান্তিপথের লেখা সুন্দর, ভাবাভিব্যঞ্জনার পরিপাট্য আছে, বিষয় নির্ব্বাচনও সুন্দর হইয়াছে।"

প্রবাসী বলেন ঃ—"গ্রন্থের বিষয় অতি সুন্দর, গ্রন্থও সুলিখিত। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।"

উদ্বোধন বলেন ঃ—"...আমরা প্রায় আদ্যোপান্ত গ্রন্থখানি পড়িয়াছি—একটি অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক কথা পাই নাই। ইহা পাঠ করিলে মুমুক্ষুগণের চিত্তকে সেই অতীন্দ্রিয় শান্তিরাজ্যের দিকে

অগ্রসর করিয়া দিবে, বিষয়ি-লোকেও ইহা পাঠ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও অপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদ অনুভব করিবেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—সংসারের তীব্র আকর্ষণ বিবেক ও বৈরাগ্য বলে কাটাইয়া, সেই অতীন্দ্রিয় পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং উহা কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ উপায়েই সাধিত হইতে পারে। গ্রন্থকার জটিল দার্শনিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া অতি সরল ও উপাদেয় ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়াছেন। এমন সরলশুদ্ধ অথচ হৃদয়ের ভাষায় পুস্তকখানি লেখা হইয়াছে যে, পড়িয়া মনে হয় গ্রন্থকার নিজে অনুভব করিয়া গ্রন্থখানি লিখিতেছেন। গ্রন্থশেষে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক সঙ্গীতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশা করি, ইহা সাধক-মাত্রেরই নিত্য সহচর হইবে।” মূল্য ৸০ বার আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ৸৵০ আনা।

হিন্দীশিক্ষা-সোপান।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হিন্দীশিক্ষার সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহা পাঠ করিলে একমাসের মধ্যেই বিশুদ্ধ হিন্দী শিক্ষা করিতে পারিবেন। আড়াই আনার (৵১০) টিকিট পাঠাইলে ব্যাকরণের সহিত হিন্দীভাষায় লিখিত একখানি “নলচরিত”ও উপহার দেওয়া হইবে। প্রবাসী লিখিয়াছেন—“ইহাতে বাঙ্গালীর হিন্দীশিক্ষার সাহায্য হইতে

পারে। ভাষার ধাত বুঝিয়া বেশ প্রণালীসঙ্গত উপায়ে হিন্দীর ব্যাকরণ ও প্রকৃতি মোটামুটী বুঝানো হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর হিন্দী রচনাও উদ্ধৃত হইয়াছে।"

☞ আট আনার কম মূল্যের পুস্তকাদি ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরণে বহু অসুবিধা হয়। তজ্জন্য অল্প মূল্যের পুস্তক লইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ডাক টিকিট পাঠাইবেন। এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূল্যনিরূপণ তালিকা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—**কাশী-যোগাশ্রম,** বেনারস সিটি।